The King's Messengers.

দান ধর্ম্ম প্রতিপাদক

আখ্যায়িকা

রাজ দূত

ইংরাজি মূল গ্রন্থ হইতে

অনুবাদিত

সংশোধন পূর্ব্বক তৃতীয়বার মুদ্রিত

CALCUTTA.

PRINTED FOR THE CALCUTTA DIOCESAN VERNACULAR COMMITTEE
OF THE SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE.

BISHOP'S COLLEGE PRESS.

MDCCCLXII.

ERIAL LI

উপক্রমণিকা।

পূর্ব্বকালে হিমালয় শিখরি তলস্থ পার্ব্বতীয় দেশে কতিপয় ভূপালের বসতি ছিল। তাঁহারা চৌব্বিশি রাজা নামে বিখ্যাত হইয়া চতুর্ব্বিংশতি ক্ষুদ্র২ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং সভ্য-ভব্যতা বিহীন হইলেও বহুকাল পর্য্যন্ত আপনারদের নিভৃত রাজধানীর মধ্যে স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহারদের রাষ্ট্র বিস্তারে অল্পমাত্র কিন্তু তাঁহারা আপন২ পরিমিত রাজ্যভোগে সন্তুষ্ট ছিলেন সুতরাং হিন্দুস্থানস্থ দেশ দেশান্তরে ভূরি২ ভয়ানক রাজ্য বিপর্য্যয়াদি অনিষ্ট ঘটনা হইলেও তৎসংস্রবে থাকেন নাই, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় উর্ব্বর ক্ষেত্রের মহীপালদিগের নিকট সুপরিচিত ছিলেন না। অপর তাঁহারদের দেশীয় সম্পত্তি যৎসামান্য হওয়াতে কোন বিজয়ী শূরবীর তথাকার রাজ্য হরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, আর যদিও তথায় শিলাময় ভূমিভোগ ব্যতীত অন্যান্য

ঐশ্বর্য্য লাভের সম্ভাবনা থাকিত তথাপি দুর্গম পর্ব্বতস্থলীর ব্যাঘাত প্রযুক্ত কেহ সে ঐশ্বর্য্য হরণ করিতে ত্বরায় অভিলাষী হইত না কেননা সেখানে গমনাগমন করিবার সুগম পথ ছিল না ।

উক্ত চতুর্ব্বিংশতি রাজরাজীর মধ্যে এক ভূপতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রতাপ এবং বুদ্ধিমান্ ও দূরদর্শী ছিলেন তিনি গোরক্ষ জাতিকে উত্তরোত্তর পরাক্রমশালী হইতে দেখিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে শঙ্কা করিতে লাগিলেন যে এই বিজিগীষু লোকেরা ক্রমশঃ সর্ব্বত্র আপনারদের জয়পদবী বিস্তার করিবে । ফলেও তাহারা পরে হিমালয়ের দক্ষিণ প্রান্তস্থ তাবৎ দেশ ব্যাপিয়া আপনারদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল । পরন্তু তৎকালে তাঁহার বয়োবাহুল্য হওয়াতে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে আত্ম জীবদ্দশায় বিপক্ষ পক্ষ বিজিগীষু হইয়া রাজ্য আক্রমণ করিলেও তিনি স্বয়ং তাহারদিগকে নিরাকরণ করিতে পারিবেন, কেবল উত্তর কালের ভাবনায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন । তাঁহার নিজ পুত্রেরা সকলেই তাঁহার সমক্ষে গতাসু হইয়া তনু ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারদের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ ব্যতীত কাহারো সন্তান সন্ততি হয় নাই, ঐ প্রিয়তম

কুমারের একটি পুত্র ছিল, সেই বংশধর বালক উত্তর কালে রাজ্যাধিকার করিয়া নাম রক্ষণ করিবে মহীপালের এই মাত্র প্রত্যাশা ছিল। তাঁহার মনের এক দৃঢ় সংস্কার এই যে রাজার গুণে রাজ্যের শুভাশুভ হয়। অতএব স্বীয় পৌত্রের চরিত্র শোধন পুরঃসর তাহাকে রাজপদের উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার যৎপরোনাস্তি যত্ন হইল, মনোগত বাসনা এই যেন সেই কুমার ব্যর্থ ব্যসনে বিরত এবং উপায় চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া স্বকীয় বিদ্যা এবং সদাচরণ দ্বারা কুলোজ্জ্বল করত যশস্বী হয়েন। অপর ঐ চারচক্ষু ভূপতি শুনিয়াছিলেন যে প্রাচীন শাস্ত্রে যাহাকে বসুমতীর মেখলা অথচ লোকালয়ের দুস্তর সীমা রূপে বর্ণন করিয়াছে সেই অসিত জলধি উত্তীর্ণ হইয়া বিদেশীয় এক জাতি বঙ্গ ভূমিতে উপনীত হইয়াছে এবং রাজ্যলোভ সম্পাদনার্থ যত্নবান্ হইয়া স্থৈর্য্য বিক্রম প্রভৃতি পৌরুষ গুণ বিস্তার করত উক্ত স্থানে বদ্ধ মূল হইয়াছে। তাহারদের সৈন্য সংখ্যা অল্প হইলেও কৌশলক্রমে ভারতবর্ষীয় প্রবল প্রতাপী মহীপালগণের মহা ভয়স্থান হইয়াছে। অপর ঐ পাশ্চাত্য জাতীয় এক পণ্ডিতের বচনও মুহুর্মুহু রাজার কর্ণগত

হইয়াছিল যথা "বিদ্যাই প্রকৃত বল"। অনন্তর এই সকল বিষয় বহুকাল পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া উক্ত নরপতি নিজ রাজ্যে আনয়নার্থ এমত কোন সুপণ্ডিতের উদ্দেশ করিতে লাগিলেন যিনি তাঁহার পৌত্রকে পশ্চিমদেশীয় বিদ্যায় উপদেশ করিতে পারেন, কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার এই চেষ্টায় কোন ফলোদয় হয় নাই পরে শুনিলেন যে ভারতবর্ষে জগন্নাথ শাস্ত্রী নামা এক জন পণ্ডিত আছেন, তিনি উল্লিখিত ইংরাজ নামা বিদেশীয় জাতির ভাষা এবং বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, এবং পুনঃ২ তাহারদের সহবাসে তদীয় রীতি নীতি যৎকিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদ্বিষয়ক জ্ঞান পরিপক্ব করিবার মানসে বিদ্যার্থী হইয়া তাহারদের এক বৃহৎ অর্ণব যানে অপার সমুদ্র পার হইতে সাহস করিয়াছিলেন, এবং দূরবর্ত্তি ইংলণ্ড দেশ যাহার অবস্থিতি বিষয়েও ভূরি২ লোকের মনে সংশয় ছিল তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালে জনশ্রুতি ছিল যে তিনি দেশে দেশান্তরে ভ্রমণানন্তর বিচিত্র জ্ঞানরত্ন আহরণ পূর্ব্বক বহুদর্শী হইয়া অল্প দিবস হইল স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব প্রবীণ নরপতি ঐ বহুজ্ঞ পণ্ডিতকে নিজ পুরীতে আসিতে

আহ্বান করিলেন এবং বদান্যতা পূর্ব্বক প্রচুর পুরস্কার প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া বংশধর পৌত্রের উপদেষ্টা হইতে অনুরোধ করিলেন। জগন্নাথ শাস্ত্রী ঐ কুমারকে সুবুদ্ধি এবং কোমল স্বভাব দেখিয়া প্রীত হইলেন এবং হিমালয়ের প্রান্ত পর্য্যন্ত আপনার যশোবিস্তার হইয়াছে এই ভাবিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া রাজকুমারের উপদেশক হইতে স্বীকার করিলেন। শাস্ত্রী স্বোপার্জ্জিত বিদ্যারত্ন কুমারের সমক্ষে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে রাজকুমার তাহাতে চমৎকৃত এবং হর্ষে পুলকিত হইতে লাগিলেন, ইউরোপীয় জাতিরা যে২ পদার্থ বিদ্যাভ্যাস দ্বারা অতিশয় যশোভাজন হইয়াছে জগন্নাথ সেই সকল বিদ্যা অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু ঐ যুবক কুমারের মনে এই প্রবোধ জন্মাইতে যত্ন করিলেন যে অতি প্রগাঢ় বিদ্যা এবং কর্ম্মদক্ষতা থাকিলেও কেবল তাহাতেই প্রকৃত মহত্ত্ব প্রাপ্তি হয় না, সচ্চরিত্র ব্যতীত বাস্তবিক ঔদার্য্য এবং পরাক্রম জন্মে না, সচ্চরিত্র জনিত ঔদার্য্য না থাকিলে মহত্ত্ব লাভ হয় না।

জগন্নাথ শাস্ত্রী রাজকুমারকে কষ্টসাধ্য বিদ্যোপার্জ্জনে যত্নশালী দেখিয়া অধ্যাপনার বিরাম

কালে তাঁহার সন্তোষার্থ এক২ চিত্তরঞ্জক উপন্যাস শ্রবণ করাইতেন এবং তদুপলক্ষে দুষ্কৃতের অপকর্ষ এবং সুকৃতের উৎকর্ষ বিস্তার করিয়া মনোরম্য নীতিকথাচ্ছলে সদুপদেশ দিতেন। কখনং কৌশল পূর্ব্বক ইতিহাসের মধ্যেই হিতোপদেশ সূচক বিধি মিশ্রিত করিতেন, কখন বা সুকল্পিত আখ্যা-য়িকা দ্বারা কুমারের মনে উত্তম২ ভাব উৎপন্ন করাইয়া অভীষ্ট সিদ্ধি করিতেন ফলতঃ ঐ উপদেশ কুশল আচার্য্য উত্তম জানিতেন যে চিত্তরঞ্জক আখ্যান শ্রবণানন্তর তৎতাৎপর্য্য গ্রহ দ্বারা ছাত্রের মনে যে২ ভাব স্বতঃ উৎপন্ন হয় তাহা সাক্ষাৎ বিধি নিষেধ জনিত ভাবাপেক্ষা প্রগাঢ় এবং স্থায়ী হইতে পারে। অতএব বৃদ্ধ রাজা যে প্রত্যাশায় আচার্য্যকে আহ্বান করিয়াছিলেন জগন্নাথ এইরূপে তাহা সফল করত রাজকুমারকে শৌর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্যাদি রাজগুণে উত্তরোত্তর বিভূষিত করিতে লাগিলেন।

এক দিবস অধ্যয়ন কালে রাজকুমারকে লিডিয়া দেশের রাজা ক্রিশসের বিবরণ পাঠ করিতে হইল ক্রিশস ধনাঢ্য বলিয়া এমত বিখ্যাত হইয়াছিলেন যে ধন সম্পত্তির প্রসঙ্গে সকল লোকেই তাঁহার

নামোল্লেখ করিত, দুই সহস্র বৎসরের অধিক হইল ক্রিশসের পঞ্চত্ব হইয়াছে তথাপি বিজাতীয় সম্পত্তি বর্ণন কালে "ক্রিশসের ন্যায় ধনী" এই শব্দ অদ্যাবধি উক্ত হইয়া থাকে। অতএব রাজ-কুমার লিডিয়া রাজের ধন সম্পত্তির বিবরণ শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন "আমারও প্রার্থনা যেন ক্রিশসের ন্যায় ধন শালী হইতে পারি"।

অধ্যাপক চক্ষু স্থির করিয়া উত্তর করিলেন "ধন সম্পত্তি সুখের কারণ হইতে পারে বটে কিন্তু উত্তমরূপে ব্যয় করণের অপেক্ষা আছে" এই কথা বলিয়া সে দিবসের নিরূপিত অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। দিবাবসানে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে রাজকুমার শাস্ত্রিকে নিবেদন করিলেন, এক্ষণে নিত্য ব্যবহারানুসারে একটী চিত্তরঞ্জক উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়া পর্য্যাপ্ত করুন। জগন্নাথ নৃপতি বর্গের উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে আদ্যদ্বয় সাম দানের যথার্থ ধারা উপদেশ করণাভিপ্রায়ে রাজ দূত নামক এক আখ্যায়িকা শ্রবণ করাইতে লাগিলেন।

রাজ দূত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

এক চক্রবর্ত্তী অধীশ্বরের রাজ্যের পশ্চিমাংশে জগৎপুর নাম্নী পুরী ছিল। ঐ পুরী অতি প্রাচীন কালে স্থাপিতা হয় সুতরাং কাল সহকারে দেশের পরিমাণ এবং প্রজা সংখ্যা প্রচুর হইয়াছিল। তত্রত্য পৌর জন আদ্য কালে রাজবিদ্রোহ করিয়াছিল তন্নিমিত্ত অধীশ্বর তাহারদিগকে বদ্ধ করিয়া তাহারদের অত্যাচারের চিরস্থায়িনী স্মরণীরূপে এক বিচিত্র নিয়ম স্থাপন করেন, সে নিয়মের তাৎপর্য্য এই যে প্রজাগণ নির্দ্দিষ্ট কিয়ৎ কালাবসানে পুরী হইতে নিষ্কাসিত হইবে এবং নিষ্কাসন সময়ে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া একাকী নিঃশম্বল গমন করিবে একারণ ঐ নিয়ম নির্ব্বাসন বিধি নামে বিখ্যাত হয়। অধীশ্বর স্বয়ং সে ব্যবস্থা সংস্থাপন করেন সুতরাং প্রজাগণের গত্যন্তর ছিল না।

অপর কে কত কাল বাস করিতে পাইবে তাহাও প্রকাশিত ছিল না তন্নিমিত্ত সকলকেই অনুক্ষণ নির্ব্বাসন আজ্ঞা প্রচারের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইত। পরন্তু সে আজ্ঞা সকলের প্রতি সমকালীন প্রচার হইত না, প্রত্যেকে স্বতন্ত্র২ আজ্ঞা পত্র প্রাপ্ত হইত। কোন ব্যক্তির নিষ্কাসন কাল উপস্থিত হইলে তাহার সুহৃদ্বর্গ কেবল পুর দ্বার পর্য্যন্ত সমভিব্যাহারী হইতে পাইত তৎপরে নিষ্কাসিত ব্যক্তিকে সকল ধন সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া পুর পরিত্যাগানন্তর নির্ব্বাসনাবস্থায় একাকী ভ্রমণ করিতে হইত।

জগৎপুর নিবাসি জনগণের মধ্যে অধিকাংশ লোক বাণিজ্য ব্যবসায়ে ব্যাপৃত ছিল। আপাততঃ এমত বোধ হইতে পারে যে উল্লিখিত ব্যবস্থা প্রচলিত থাকাতে তত্রত্য মানব মণ্ডলী সতত ব্যাকুলচিত্ত এবং সশঙ্ক হইয়া কাল যাপন করিবে কিন্তু ফলে তাহারা তদ্রূপ বিবৃত হয় নাই, কোন প্রধান ধনি ব্যক্তির প্রতি রাজাজ্ঞা প্রচার হইলে মধ্যে২ পারিষদ গণের মনোদুঃখ উদয় হইত এবং স্ব২ ধন সম্পত্তির অস্থায়িত্ব বিবেচনায় খেদ জন্মিত কিন্তু অধিকাংশ লোক প্রায় সর্ব্বদা বিষয়

মায়াতে মুগ্ধ হইয়া নিরুদ্বেগে কাল হরণ করিত এবং স্বেচ্ছাক্রমে আত্মধন রক্ষা করিতে পারিবে এই বোধে আপন২ ধনের প্রতি অত্যন্ত মমতা করিত। তাহাদের এই ভ্রমান্ধতা আপাততঃ অসম্ভব বোধ হইতে পারে, পরন্তু আমারদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে বহুকাল পর্য্যন্ত উক্ত ব্যবস্থার অধীন থাকাতে ক্রমশঃ তাহারদের বিপরীত সংস্কার হইয়াছিল; সুতরাং ঐ নিয়মকে সামান্য জ্ঞান করিত বরঞ্চ মধ্যে২ তাহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াও থাকিত।

ঐ দুরবস্থ জনগণ স্ব২ বিষয়ে এইরূপ নিশ্চিন্ত থাকিলেও অধীশ্বর করুণার্দ্র চিত্ত হইয়া স্বয়ং তাহারদের মঙ্গল চিন্তা করিতেন। নগরের চতুষ্পার্শ্বে যে ভয়ানক নিবিড় বন ছিল তাহা তিনি জানিতেন কিন্তু তাঁহার মনে কখন এমত ইচ্ছা হইত না যে কেহ ঐ অরণ্য মধ্যে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়। পূর্ব্বে যে নিয়ম স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহার খণ্ডন করেন নাই বটে তথাপি তৎখণ্ডনাপেক্ষা অধিকে দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। আদৌ ঐ নিয়ম অনিষ্টকর ছিল পরে তাঁহাকে মঙ্গলকর করিলেন, অর্থাৎ প্রজাগণ যে নগর হইতে নিষ্কাসিত হইত

তদপেক্ষা অধিক রমণীয় ও পরম শোভান্বিত পুরীতে তাহারদিগকে স্থান দিতে প্রতিশ্রুত হই-লেন। যদি কেহ ঐ পুরীতে উপনীত না হয় তবে সে নিজ দোষে বঞ্চিত, তাহাতে অধীশ্বরের দোষ কি? অধিকন্তু ঐ রমণীয় পুরী প্রাপণের উপায়ও দুষ্কর নহে এবং অধীশ্বর তাহারদিগকে কৃতকার্য্য হইবার শক্তিও স্বয়ং প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। উল্লিখিত উপায়ের বিস্তর বৃত্তান্ত লেখা নিষ্প্রয়োজন, ধনাঢ্য বণিকদিগের প্রতি যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বক্ষ্যমাণ ইতিহাসে ত-দ্বিবরণ প্রকাশ পাইবে।

জগৎপুর নগরে কাঞ্চনপ্রিয় কীর্ত্তিকাম সুদর্শন ও সুচেতা নামে ভ্রাতৃচতুষ্টয় বাস করিত। তাহা-রদের পিতা পুরী হইতে নিষ্কাসিত হইলে কিয়ৎ-কাল পরে যাহা২ ঘটিয়াছিল বর্ত্তমান ইতিহাসে তাহাই লিপিবদ্ধ করা গেল। নিষ্কাসিত বণিক স্বজাতীয় ব্যবসায় দ্বারা বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করি-য়াছিলেন কিন্তু গমন কালে দেশীয় ব্যবস্থানুসারে পাথেয় স্বরূপ কিঞ্চিন্মাত্রও সঙ্গে লইয়া যাইতে সমর্থ হইলেন না সুতরাং তাঁহার সন্তানেরা রাশী-কৃত পিত্র্য বিভবের অধিকার প্রাপ্ত হইল। অনন্তর

পৈতৃক বিষয় বিভাগার্থ সকলে একত্র হইয়া যে গৃহে সভা করিল তাহা অতি মনোহররূপে সজ্জিত ছিল, তাহার মধ্য ভূমি সুবর্ণ ফলকে আচ্ছাদিত, উপরি ভাগ স্থানে২ মহামূল্য বাণিজ্য দ্রব্য সমূহে সুশোভিত, আর মণি মাণিক্যের সীমা ছিল না। অপিচ গৃহের দুই পার্শ্বে বিচিত্র বস্ত্রের আচ্ছাদনী ও অপর দিকে প্রকাণ্ড বাতায়ন ছিল তদ্দ্বারা পশ্চিমাঞ্চলের সমস্ত বস্তু সুচারুরূপে দৃশ্য হইত। বাতায়নের সম্মুখবর্ত্তি ভিত্তিতে এক বৃহৎ মুকুর ছিল তাহাতে গৃহের মধ্যস্থ ও বহিঃস্থ দ্রব্যাদির প্রতিবিম্ব দেখা যাইত।

কিন্তু ভ্রাতৃচতুষ্টয় এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য পাইয়াও বিষণ্ণ বদন হইলেন। পিতৃ প্রয়াণের অব্যবহিত পরে প্রাপ্ত ধন সম্পত্তির অস্থায়িত্ব সহজেই স্মরণ হইতে পারে, অতএব মনে করিলেন যে কিয়ৎ কাল গতে সকলকেই ধন সম্পত্তি ও গৃহ পরিজন পরিত্যাগ করিয়া নগরের পরিতস্থ গহন কাননে প্রবেশ করিতে হইবেক।

তাঁহারা এই প্রকার ভাবনায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, নির্ব্বাসন বিধির বিষম ভার পূর্ব্বে তাঁহারদের এমত অসহ্য বোধ হয় নাই। ঐ

নিয়মের বার্ত্তা কর্ণগোচর হইয়াছিল বটে কেননা কোন পৌরজন তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল না, কিন্তু এতকাল পর্য্যন্ত তাহার তাৎপর্য্যে চিত্ত সংযোগ হয় নাই, সম্প্রতি স্বকীয় পিতৃবিয়োগ প্রযুক্ত তাহাতে সম্পূর্ণ মনঃ সন্নিকর্ষ হইল। অতএব জ্যেষ্ঠ অবধি সর্ব্বকনিষ্ঠ পর্য্যন্ত সকলেই আক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন "এত রাশীকৃত ধন থাকাতে উপকার কি? প্রয়াণ কাল উপস্থিত হইলে ইহার অনুরোধে এক দণ্ডের নিমিত্তও ক্ষমা প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক না অতএব এই ধন রাশির বিনিময়ে যদি চিরকাল নিশ্চিন্ত বাস করণার্থ কোন নির্জন স্থান পাওয়া যায় তাহাও শ্রেয়ঃ"।

তাঁহার এই বাক্য সমাপ্ত না হইতে২ গৃহের এক পার্শ্বে যে দর্পণ ছিল তাহাতে দৃষ্টিপাত হইল এবং সেই মুকুর মধ্যে কোন জঙ্গম মূর্ত্তির প্রতিভা প্রকাশ পাইতে লাগিল, পরন্তু গৃহ মধ্যে বস্তুতঃ সে মূর্ত্তির কোন চিহ্ন ছিল না। দর্পণগত বিম্ব অবলোকন করিয়া অগ্রজ অনুজ গণকে তদ্দর্শন করিতে সঙ্কেত করিলেন পরে তাহারদের মুখ ম্লান হওয়াতে বোধ হইল যে উহাতে সকলেরি দৃক্-পাত হইয়াছিল। ঐ মূর্ত্তি এক বৃদ্ধ পুরুষের আকার-

বৎ প্রীতয়মান হইতে লাগিল তাহার আপনার রূপ ভয়ানক ছিল না কিন্তু উপস্থিতি মাত্রে মুকুর মধ্যস্থিত অন্যান্য প্রতিবিম্ব সকলের রূপান্তর হইল। তিনি সুবর্ণ খচিত ফলকে পাদার্পণ করাতে তাহা তৎক্ষণাৎ জর্জরীভূত হইয়া গেল, এবং এক গজ দন্ত নির্ম্মিত মেজ তাঁহার পরিধেয় বসনাঞ্চল স্পার্শ মাত্রে চূর্ণ হইল, অপর বাণিজ্য দ্রব্য ও মণি মাণিক্যাদি সকল তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিষ্প্রভ হইল।

ভ্রাতৃ চতুষ্টয় এই সকল দুর্লক্ষণ দর্শনে অত্যন্ত ভয়ার্ত্ত হইলেন। তাঁহারদের অগ্রজ সহসা ধনত্যাগ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত এক্ষণে খেদ করিতে লাগিলেন। তিনি অত্যন্ত ধনলুব্ধ প্রযুক্ত তাঁহার মনোমধ্যে এই আশঙ্কা হইল, বুঝি এই ব্যক্তি আমাকে ধন সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিয়া এতদ্বিনিময়ে ঝটিতি আকাঙ্ক্ষিত কুটীর মাত্র প্রদান করিতে চাহে।

অপর অবশেষে তাহারদের সকলের বোধ হইল যেন মুকুর মধ্যস্থ বৃদ্ধ পুরুষ তাহারদিগকে সম্বো-ধন করত কহিতেছে "হে বৎসগণ তোমাদের এই আকাঙ্ক্ষা বৃথা, এই সকল সম্পত্তির পরিবর্ত্তে

চিরস্থায়ি হর্ম্য লাভের সম্ভাবনা নাই কেননা এ ধন বস্তুতঃ তোমারদের নহে, যে অধীশ্বরের অধিকারে তোমরা বাস করিতেছ তিনিই ইহার যথার্থ অধিকারী, এইক্ষণে এসকল অর্থ তাঁহাকে সমর্পণ কর তবে নির্ব্বাসন দিনে তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবা। এ নগরীতে ধন সম্পত্তি নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন সুতরাং মূল্যহীন। দেখ আমার স্পার্শমাত্রেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু যদিস্যাৎ অধীশ্বরের প্রাসাদে প্রেরিত হয় তবে ইহার ধ্বংস হইবে না, সে স্থলে আমার সন্নিকর্ষে কোন হানির সম্ভাবনা নাই"।

ভ্রাতৃগণ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাঁহারদের পূর্ব্বাপর এমত জ্ঞান ছিল বটে যে অধীশ্বরই জগৎপুরের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী কিন্তু তাঁহাকে ঐ সকল সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিবার প্রসঙ্গে বিমনা হইলেন, অধিকন্তু তাঁহারদের মনে এই শঙ্কা হইতে লাগিল যে তদ্দণ্ডেই বা নির্ব্বাসন বিধি প্রচার হয় অতএব সকলেই বিষয় মমতা প্রযুক্ত কাঞ্চনপ্রিয়ের ন্যায় সশঙ্ক হইলেন। উপরোক্ত বৃদ্ধ পুরুষ তাহারদের মনোগত এই

ভাবের সম্পূর্ণ মর্ম্মাবধারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন। "তোমরা শঙ্কা করিও না, আমি তোমারদিগকে এইক্ষণে অর্থ ও সম্পত্তিতে বঞ্চিত করিতে আগমন করি নাই, কিয়ৎকাল পরে রাজাজ্ঞা বহন পূর্ব্বক এখানে প্রত্যাগমন করিব বটে কিন্তু তৎকালে অদৃশ্য বা তিরোহিত থাকিব না, তখন তোমরা আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন ও স্পর্শন করিতে সমর্থ হইবা। সম্প্রতি দূর হইতে আমার রব তোমারদের কর্ণগোচর হইতেছে এবং আমার প্রতিবিম্ব মাত্রে তোমারদের চক্ষুঃ সন্নিকর্ষ হইয়াছে তথাপি অধীশ্বরের দৌত্য ক্রিয়া সম্পাদনার্থ আমাকে উপস্থিত জানিও। তোমরা অসংখ্য ধন রাশি দ্বারা চিরস্থায়ি গৃহ ক্রয় করিতে বাসনা করিতেছিলা কিন্তু আমি অব্যবহিত পূর্ব্বেই তোমারদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছি যে তোমরা আপাততঃ যে২ ধন সম্পত্তি ভোগ করিতেছ ইহা তোমারদের নিজস্ব নহে, ইহার যথার্থ অধিকারী অধীশ্বর। অতএব নিস্পৃহ হইয়া অধীশ্বরের দূত দ্বারা এই সমস্ত ধন তাঁহার নিকট প্রেরণ করাই তোমারদের কর্ত্তব্য। অধীশ্বর নিজ মন্দিরে তাহা তোমারদের নিমিত্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন

এবং যৎকালে তোমরা এস্থান হইতে নিষ্কাসিত হইবা তখন তিনি এক পরম রমণীয় নগরীতে আপন সন্তানেরদের সমভিব্যাহারে তোমারদিগকে বাস করিতে দিবেন সেখানে নির্ব্বাসন বিধির কোন প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু সাবধান যে হিত ও প্রবোধ বাক্য আমি তোমারদের নিকট প্রকাশ করিলাম তাহাতে অবহেলা করিও না এবং অধীশ্বর তোমারদিগের সমীপে যে ধনরাশি গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা অপচয় করত তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিও না কেননা আপনারদের প্রীত্যর্থ ব্যয় করিয়া অথবা রাশীকৃতরূপে একত্র সঞ্চিত রাখিয়া তোমরা তাঁহার দূতগণকে ঐ অর্থ প্রদানে বিরত হইলে রাজপুরীতে তোমারদের নিমিত্ত অর্থ সঞ্চয় হইবে না এবং সেই পরম রমণীয় নগরীর গোপুর তোমারদের প্রতি চিররুদ্ধ থাকিবে”।

স্থবির পুরুষ যে২ প্রবোধবাক্য প্রচার করিলেন বণিক্‌ নন্দনেরদের পক্ষে তত্তাৎপর্য্য অবিদিত ছিল না কেননা ক্ষমা প্রদানের প্রসঙ্গ ও সেই নিয়ম উপেক্ষার ভয়ানক ফল নগরী মধ্যে বিশেষরূপে প্রকাশিত ছিল কিন্তু পুরবাসিগণ ধন লোভ বশতঃ রাজাজ্ঞা প্রতিপালনে শৈথিল্য করিত একারণ

পরস্পরের সমক্ষে উক্ত বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে লজ্জিত হইত। এতৎ পূর্ব্বে ভ্রাতৃচতুষ্টয়েরও ঐরূপ অপত্রপা জন্মিত কিন্তু তাহারদের পিতা সম্প্রতি পরলোক গত হওয়াতে তাহারা কেবল শোক বিহ্বলতা প্রযুক্ত বৃদ্ধের কথা শ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়া ছিল ফলতঃ ঐ কথা এক্ষণে যেন তাহারদের কর্ণ বিবরে নির্বিষ্ট না হইয়াও একেবারেই হৃদয়গত হইতে লাগিল অতএব আপাততঃ তাহাতে উপেক্ষা জন্মিবার সম্ভব কি? তথাপি অধীশ্বরের রাজ-সদনে কি প্রকারে ধন সম্পত্তি প্রেরণ করিতে হয় তাহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিতে কাহারও সাহস হইল না। পরন্তু তদ্বিষয় অধিক কালের নিমিত্ত সন্দেহস্থল হইয়া রহিল না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বণিক্‌নন্দনেরদের বাটীর সম্মুখস্থ পথ গৃহের মধ্যস্থিত মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল ঐ বৃদ্ধ পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি সেই বর্ত্মাভিমুখে অঙ্গুলি বিস্তার করাতে যেন এই শব্দ স্পষ্টরূপে তাহারদের কর্ণ-গোচর হইল “দেখ, ঐ অধীশ্বরের দূতগণ”।

ঐ প্রতিমূর্ত্তি যে দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া-ছিল সেইদিকে নেত্রপাত করাতে বণিক্‌ তনয়দের বোধ হইল যেন তাহারদের মনোহর হর্ম্ম্যের পথ

বহুবিধ নিষ্কিঞ্চন ও রুগ্ন লোক দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে, যেন অন্ধ খঞ্জ দীন দরিদ্র লোক সকল সে স্থলে উপস্থিত হইয়াছে। তাহারদের মধ্যে কেহ২ যেন ক্ষুধা কাতরতায় উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে অপর চলৎশক্তি হীন শিশু সকল যেন সেই জন সমূহ মধ্যে উপস্থিত আছে। অধিকন্তু ঐ বৃদ্ধ যত দূর পর্য্যন্ত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন ততই চতুর্দ্দিকে ঐ প্রকার লোক সংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দৃষ্ট হইতে লাগিল এবং অবশেষে ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্যের চিহ্নমাত্র দৃষ্টিপথে রহিল না, বরং যত দূরপর্য্যন্ত চক্ষুঃপাত সম্ভাব্য তাহার সর্ব্বত্র কেবল ভয়ানক দুঃখের আবির্ভাব হইল এবং অমতিবিলম্বে আসন্ন মৃত্যু ব্যক্তিরদের আর্ত্তনাদ ও পিতৃ মাতৃহীন শিশুদের ক্রন্দন শব্দ তথা অবীরা স্ত্রী লোকেরদিগের বিলাপ এই সকল দুঃখরবে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হইল। পরন্তু বহু জনের হাহাকার ধ্বনি জনিত ঐ কোলাহল মধ্যে বৃদ্ধের বাক্য পুনশ্চ ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের শ্রুতিগোচর হইয়া হৃৎপদ্মে প্রবেশ করিতে লাগিল। যথা

"এই সকল ব্যক্তি এবং এতাদৃশ লোকেরাই অধীশ্বরের দূত। ইহারা বহু সংখ্যক হইলেও

একত্র না আসিয়া অপ্রকাশ্য ভাবে এক২ করিয়া তোমারদের নিকট উপস্থিত হইবে, ইহারদের প্রতি বিশ্বাস করিয়া ধন সম্পত্তি সমর্পণ করিলে কোন হানির সম্ভাবনা থাকিবে না, ইহারাই ঐ সম্পত্তি তোমারদের নিমিত্ত রাজ ভবনে লইয়া যাইবে। সেস্থানে যাইবার পথ অতি দুর্গম কিন্তু সরল মনে যদি অর্থ প্রেরণ করিতে অভিপ্রায় হয় তবে অধীশ্বর সত্ত্বে কোন প্রকারে তাহার অপচয় সম্ভাবনা নাই, কেবল দূতগণকে নগরী মধ্যে বিলম্ব করিতে দিও না এবং তাহারদিগকে গোপনে বিদায় করিও কেননা রাজার শত্রুবর্গ জানিতে পারিলে পথ রুদ্ধ করিবে"।

এই বক্তৃতা সমাপ্ত হইবা মাত্র বৃদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল এবং তাহার উপস্থিতির কোন চিহ্ন অবশিষ্ট রহিল না। গজদন্তময় মেজ ও সুবর্ণময় বস্ত্র এবং মণি মাণিক্য সমূহ তাঁহার সংস্পর্শে বিরূপ হইয়াছিল এক্ষণে তাঁহার অন্তর্দ্ধানে পুনশ্চ উজ্জ্বল ও মহাশোভান্বিত হইয়া আদিম সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইল, ভ্রাতৃ চতুষ্টয়েরও উৎকণ্ঠা বিগত হইল। ইতি পূর্ব্বে তাঁহারা যেন কোন মায়া-শক্তিতে মোহিত হইয়া সকলেই মুকুরাভিমুখে

IMPERIAL LIBRARY

স্থির দৃষ্টি করিয়াছিলেন এইক্ষণে গৃহের চতুষ্পার্শ্ব নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে কোন পদার্থই রূপান্তর হয় নাই, বৃদ্ধ পুরুষ যদিও গৃহেতে পদার্পণ করিয়া থাকেন তথাচ তাঁহার কোন চিহ্ন আর দৃষ্টিগোচর হয় না। অনন্তর তাঁহারা বাতায়নাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে রাজ পথে লোক সমূহ পূর্ব্ববৎ গমনাগমন করিতেছে, অশ্ব রথের শোভার অথবা পণ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ শকটের কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, দর্পণে যে অদ্ভুত ভাণ হইয়াছিল তাহারও কোন চিহ্ন নাই কেবল দৈবক্রমে কতক গুলি ভিক্ষুক দ্বারে উপস্থিত রহিয়াছে। কাঞ্চনপ্রিয় স্নিগ্ধ বায়ু সেবনার্থ বাতায়নের কপাট উদ্ঘাটন করিলে ভিক্ষুকেরা কিঞ্চিৎ অর্থ যাচ্ঞা করিেত লাগিল এবং তখন তাঁহারদের মধ্যে কেহ যাচকদের প্রার্থিত দানে বিমুখ হইলেন না কেননা পূর্ব্বোক্ত অপরিচিত বৃদ্ধের কথা তাঁহারদের মনে জাগরূক থাকাতে এই প্রতীতি হইতে লাগিল যে দরিদ্র ব্যক্তিরাই অধীশ্বরের দূত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃ চতুষ্টয় বৃদ্ধের প্রবোধ বাক্যে বিষণ্ণ হইয়াছিলেন অতএব তাঁহারা বিষয়বিভাগে বিরত হইয়া সমস্ত সম্পত্তি একত্র রাখা শ্রেয় জ্ঞান করত তাহা যাহাতে অধীশ্বরের নিকট সহজে প্রেরিত হয় এমত উপায় চিন্তাতে একদা ব্যাপৃত হইলেন কিন্তু প্রথমাবধি মতের অনৈক্য হওয়াতে কোন উপায় ধার্য্য হইল না পরে নানা তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হওয়াতে ক্রমশঃ আদ্য অভিপ্রায়ের বৈলক্ষণ্য হইতে লাগিল সুতরাং শেষে অপরিচিত বৃদ্ধ পুরুষের বাক্যও অস্পষ্ট বোধ হইল এবং ধন সম্পত্তির প্রতি পুনর্ব্বার মমতা জন্মিল। অতএব আদৌ পৈতৃক সম্পত্তি চতুরংশে বিভাগ করণের যে কল্পনা হইয়াছিল তাহাই বলবতী হইয়া উঠিল এবং সকলে আপন২ অংশ গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছামতে ব্যয় করা মঙ্গলকর বোধ করিলেন।

অনন্তর কাঞ্চনপ্রিয়ের প্রতি বিষয় বিভাগের ভারার্পণ হওয়াতে তিনি আপনি কত অংশ গ্রহণ করিবেন ইহার গণনায় বহু কাল ক্ষয় করিলেন,

ইতিমধ্যে রাজদূতগণ উপস্থিত হইয়া ভুয়োভূয় যাত্রা করত তাঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত করিতে লাগিল কিন্তু তাহাদের আবেদনে কোন ফল দর্শিল না। তাহারদের সকলকেই তিনি এইমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন যে পৈতৃক বিষয় বিভাগ না হইলে রাজসদনে প্রেরিত হইবে না।

অবশেষে বিভাগের সমাধা হওয়াতে অনুজেরা কাঞ্চনপ্রিয়ের গণনা বুঝিতে না পারিলেও আপন২ অংশ লইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। সকলেরই এক২ অংশ হস্তগত হইল এবং ঐ নগরীতে অধিক কাল অবস্থিতি করণের সম্ভাবনা না থাকাতে প্রত্যেকের অংশ বিপুল বোধ হইতে লাগিল, পরে সকলেই স্বেচ্ছানুসারে আপন২ কার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারদের উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতেছে।

কাঞ্চনপ্রিয় কেবল পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধের উপদেশ বিস্মৃত হইয়াছিলেন এমত নহে, কিন্তু উক্ত নগরীতে যে ব্যবস্থা চলিত ছিল তাহাও তাঁহার স্মৃতিপথে রহিল না। তিনি সকল ক্রিয়াতেই সেই ব্যবস্থার বৈপরীত্যাচার করিতে লাগিলেন, দ্বিতীয় বর্গই তাঁহার পরম পুরুষার্থ হইল অর্থাৎ তিনি

কেবল ধন সঞ্চয়েই ব্যাপৃত হইলেন। রাজ দূতগণের হস্তে কিঞ্চিন্মাত্র অর্থ সমর্পণ করিতে অথবা পুরবাসি বৃন্দের মনোরঞ্জনার্থ ধন ব্যয় করিতে অনিচ্ছুক হইয়া কেবল গৃহমধ্যে রাশীকৃত কাঞ্চন সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ধর্ম্ম কাম উভয়ই বিসর্জ্জন পূর্ব্বক দান ভোগে বিরত হইয়া যাহাতে অর্থ বৃদ্ধি হয় কেবল সেই চেষ্টাতেই কাল ক্ষয় করিতে লাগিলেন। অনুক্ষণ নির্ব্বাসন বিধি প্রচার হইবার শঙ্কা ছিল এবং নগর পরিত্যাগ করিয়া গমন কালীন পূর্ব্বার্জ্জিত ধন সম্পত্তির কিঞ্চন্মাত্র সঙ্গে লইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না, এ সকল বিষয় সম্পূর্ণ রূপে অবগত থাকিলেও ধন সঞ্চয়ে তাঁহার বিরতি হইল না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে জগৎপুরবাসিগণ প্রচলিত নির্ব্বাসন বিধি বিস্মৃত হইয়া কাল যাপন করিত কিন্তু কাঞ্চনপ্রিয়ের ঐ রূপ ব্যবহার দর্শন করিয়া অবিবেকি ব্যক্তিরাও চমৎকৃত হইয়া বোধ করিল যে তিনি বুঝি কোন মায়া মোহনে বদ্ধ হইয়া থাকিবেন সুতরাং ঐ নগরী মধ্যে এই রূপ প্রবাদ হইয়াছিল, যথা।

মৃত বণিকের বাটীর প্রান্তে এক নিভৃত স্বর্ণাকর

ছিল কাঞ্চনপ্রিয় সহোদরগণের অজ্ঞাতসারে আপ-
নি তাহার অধিকারী হইয়াছিলেন। ঐ স্বর্ণা-
করের মধ্যে এক যক্ষ বাস করিত সেই যক্ষ
কাঞ্চনপ্রিয়কে নানা প্রকার আশ্বাস দিয়া মুগ্ধ
করিয়াছিল কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত বণিকনন্দন ঐ
খেচর পুরুষের সহিত মিত্রভাবে আকর খননাদি
কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন কিন্তু অবশেষে যক্ষ
স্বর্ণচয়ন করিবার ছলে ঐ আকরকে তিমিরাবৃত
কারাগার করিয়া কাঞ্চনপ্রিয়ের হস্ত পাদাদি
সুবর্ণময় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিল। তিনি কারারুদ্ধ
হইলে যক্ষ কহিল যে, তুমি আমার দাসত্ব স্বীকার
করিয়া অবিরত নূতন২ রত্নাদি আহরণ পূর্ব্বক
আকরের মধ্যে আনয়ন করিতে প্রতিশ্রুত না
হইলে আমি তোমাকে লোকালয়ে গমন করিতে
দিব না। পৌরজন সমাজে এ কথাও প্রচার
হইয়াছিল যে তাঁহার অঙ্গ উক্ত স্বর্ণশৃঙ্খল হইতে
কোন কালে মুক্ত হয় নাই। যদিও সে শৃঙ্খল
চক্ষুর অগোচর ছিল কিন্তু বস্তুতঃ তাহার সত্তার
লক্ষণ ঐ দুরবস্থ বণিকের ভঙ্গিতে স্পষ্ট বোধ
হইত। ফলতঃ গমন কালে শৃঙ্খলের ভারে
তাঁহার পাদবিক্ষেপ শিথিল হইত, এবং তন্নি-

মিত্ত তাঁহার মস্তকও সর্ব্বদা মৃত্তিকাভিমুখে নত থাকিত।

এই গল্প অসম্ভব হইলেও নিতান্ত অলীক নহে, কেবল ইহার একাংশ মাত্র অসত্য ছিল। স্বর্ণা-করস্থ যক্ষ কাঞ্চনপ্রিয়ের প্রতি কোন ভয় প্রদর্শন অথবা বল প্রকাশ না করিয়া কেবল প্রতারণা দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছিল, এবং কাঞ্চনপ্রিয় ক্রমশঃ তাহার মায়াজালে পতিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সুকোমল শৃঙ্খলে তাঁহার হস্তপাদ বদ্ধ হইয়াছিল পরে ক্রমে২ শৃঙ্খলের কাঠিন্য ও পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অধিকন্তু তাহার এই বিশেষ গুণ ছিল যে প্রথমাবস্থায় কোমল ও ভঙ্গুর, সুতরাং কাল সহকারে কঠিনতর হইবার পূর্ব্বে তাহাতে কাঞ্চনপ্রিয়ের ভার বোধ হয় নাই, এবং পরেও ক্রমশঃ দৃঢ়তা প্রকটন হওয়াতে তিনি তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। সকল লোকের সমক্ষে দাসত্বের চিহ্ন স্বয়ং গাত্রে ধারণ করিলেও তদ্বিষয়ে তাঁহার আপনার কোন জ্ঞান ছিল না।

তথাপি কাঞ্চনপ্রিয় বাস্তবিক দাস হইয়াছিলেন এবং কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও দাসত্ব জনিত দুঃখ উত্তরোত্তর ভোগ করিতে লাগিলেন।

ঐ নির্দয় প্রভুর কার্য্য সাধনার্থ প্রাতঃকালাবধি সায়ং পর্য্যন্ত ঘোরতর পরিশ্রম করিয়াও শ্রমের ফলভাক্ হইতে পারিলেন না, কেননা দিবা-ভাগে ক্লেশ ও কষ্ট ভোগে আর রজনীযোগে দুর্ভাবনা এবং চিন্তায় কাল হরণ করিতে হইত, তিনি পুরবাসিগণের সহিত কোন আমোদ করিতে কিম্বা বন্ধুবর্গের প্রতি আতিথ্য ক্রিয়া করিতে অথবা আত্ম পরিজনের সহিত সদালাপ করিতে এক ঘটিকা কালের নিমিত্তও অবকাশ প্রাপ্ত হইতেন না। স্বর্ণাকরস্থ যক্ষ মনে করিত তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখা পরামর্শ সিদ্ধ সুতরাং অতিশয় কষ্টসাধ্য এবং অপকৃষ্ট কার্য্যের ভারার্পণ করিত। কোন বালককে অনুক্ষণ অসংখ্য অঙ্ক সঙ্কলনে নিযুক্ত করিলে তাহার যেরূপ ক্লেশ হয় কাঞ্চনপ্রিয়ের কার্য্যেও তদ্রূপ কষ্ট বোধ হইত। তাঁহার ধন অসংখ্য অঙ্কপাতের তুল্য ছিল, এবং কোন বিষয়ে পরিশ্রম করিয়া কৃতকার্য্য হইলে ঐ অঙ্কপাতের বৃদ্ধি মাত্র হইত।

উপরোক্ত বর্ণনাতেও কাঞ্চনপ্রিয়ের দুঃখ বৃত্তান্ত পরিসমাপ্ত হয় না, তিনি সেই বৃদ্ধ পুরুষের উপা-দেশ একেবারে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারেন

নাই অথচ সর্ব্বদা তদ্বিপরীতাচরণ করিতেন। তাঁহার মনে বিলক্ষণ প্রতীতি ছিল যে নির্ব্বাসন সময় উপস্থিত হইলে গৃহস্থিত ধন রাশি কোন কার্য্যে আসিবে না, তৎকালে রমণীয় নগরীর পুরদ্বার তাঁহার প্রতি রুদ্ধ হইবে, অতএব বর্ত্তমান অবস্থার দুর্ভাবনা ও ক্লেশের শেষ হইলেও গহন কাননে চির ভ্রমণ করিতে হইবে। অপর রাজ-দূতগণকে বিমুখ হইতে দেখিলে তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত তাহারা তাঁহার ধন রাজভবনে লইয়া যাইবার প্রসঙ্গ মাত্রও করিত না কেননা বহুকাল দেখিয়া শুনিয়া এই স্থির করিয়াছিল যে কাঞ্চনপ্রিয়ের নিকট কর্ম্ম প্রার্থনা করা অরণ্যে রোদন মাত্র। কাঞ্চনপ্রিয় তাহারদের উপলক্ষে অর্থের কিয়দংশ প্রেরণ করিতে বারম্বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন কিন্তু স্বর্ণ শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে শৃঙ্খল ছিন্ন করণার্থ যত্ন করিতে২ সুযোগ কাল অতীত হইয়া যাইত সুতরাং প্রত্যহই কল্য দান করিব সঙ্কল্প করিতেন কিন্তু সে সঙ্কল্প কখনও উদ্যাপন হইত না।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাঞ্চনপ্রিয় এইরূপে স্বর্ণাকরস্থ যক্ষের সেবায় নিযুক্ত রহিলেন কিন্তু তাঁহার অনুজ কীর্ত্তিকাম অন্য এক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন,

স্বর্ণ শৃঙ্খলে ইহাঁর হস্ত বদ্ধ হয় নাই, বরং আকৃতির ভঙ্গিমা অতি মনোহর এবং ঔদার্য্য যুক্ত ছিল, তাঁহার পদার্পণেও মহত্ত্বের লক্ষণ দৃষ্ট হইত। কীর্ত্তিকাম ধন সম্পত্তির প্রতি অত্যন্ত উপেক্ষা করিতেন তন্নিমিত্ত পুরবাসিগণ তাঁহাকে জঘন্য অথবা হেয় বোধ না করিয়া বরং কখন২ ঈর্ষ্যা কখন বা প্রশংসা করিত। পরন্তু অন্য সকল বিষয়ে তাঁহার আচরণ কাঞ্চনপ্রিয়ের বিপরীত হইলেও এক বিষয়ে সদৃশ ছিল অর্থাৎ তিনিও পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধের উপদেশ অবজ্ঞা করিয়াছিলন।

জগৎপুরের এক প্রদেশ কোলাহলাকুল রাজবর্ত্ম হইতে বহু দূরে স্থাপিত ছিল, সে স্থল রাজদূতগণের আবাস হইতে আরো দূরতর, তথাকার গৃহাবলী অতি মনোহর এবং সুশোভিত ছিল, ধনাঢ্য বণিকেরা সেই প্রকার অট্টালিকা নির্ম্মাণে অতিশয় আমোদ করিত, কিন্তু ঐ প্রাসাদ সমূহ পরস্পর সমরূপ ছিল না। নির্ম্মাণ কর্তৃগণের সম্পত্তি ও মানসিক ভাব এক প্রকার না হওয়াতে তাহারদের আকৃতি বিবিধ প্রকার হইয়াছিল। সে সকল প্রাসাদ দুই জাতীয় বলিয়া বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম জাতি সামান্য অসার দ্রব্যে নির্ম্মিত

প্রযুক্ত গ্রীষ্ম ঋতুতে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত নেত্রা-নন্দকর হইত, এবং গ্রীষ্মাবসানে তৎপরিবর্ত্তে অন্যান্য গৃহ সংস্থাপিত হইত, কিন্তু উহাও তদ্রূপ অস্থায়ী, দ্বিতীয় জাতি দৃঢ়তর দ্রব্য সমবেত ছিল, তন্নির্ম্মাণ কর্তৃগণের তাৎপর্য্য, উত্তর কালে শত২ বৎসর পর্য্যন্ত আপনারদের কীর্ত্তির স্মরণ থাকে। প্রথম জাতীয় প্রাসাদ আমোদালয়, দ্বিতীয় জাতীয় যশোমন্দির নামে বিখ্যাত ছিল।

কীর্ত্তিকাম এক যশোমন্দির নির্ম্মাণার্থ স্বীয় অর্থরাশি ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ বিষয়ে তাঁহার মন একাগ্র হইয়াছিল, এবং পুরবাসিগণও তাঁহার চেষ্টার সুসিদ্ধতা দর্শনার্থ অতিশয় ঔৎ-সুক্য প্রকাশ করিয়াছিল, জগৎপুরের মধ্যে তাদৃশ মন্দির কখন সংস্থাপিত হয় নাই, তাহার ভিত্তি মূলের গভীরতা ও কুড্যের প্রশস্ততা বিষয়ে বিচিত্র গল্প কল্পিত হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রস্তরের পৃথক ২ অদ্ভুত বিবরণ ছিল, কোন্ খনি হইতে প্রস্তর সংগ্রহ হইয়াছে ও কোন্২ নির্ম্মাণ কর্ত্তার দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ হইয়াছে তৎসম্বন্ধীয় তাবৎ বৃত্তান্ত জগৎপুরের পুরাবৃত্ত মধ্যে বর্ণিত আছে, কিন্তু এস্থলে সে সকল বৃত্তান্ত বাহুল্যরূপে লেখা

যাইবে না কেননা তাহাতে রাজ দূতগণের কোন সংস্রব ছিল না এবং যদিও ঐ মন্দিরের উপাখ্যান শ্রবণে কীর্ত্তিকাম ও তাঁহার সহযোগি বণিক্‌বর্গের কৌতুক হইত বটে তথাপি বর্ত্তমান ইতিহাসে তদ্বর্ণনায় প্রয়োজনাভাব।

উক্ত মন্দির নির্ম্মাণে কীর্ত্তিকামের মন সতত নিবিষ্ট ছিল, এই এক কথাতে তাঁহার চরিত্র বর্ণনা-বসান হয়। যদিও তিনি পুরবাসিগণ হইতে পৃথক থাকিতেন না কিন্তু কেবল উক্ত কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত তাহারদের সহিত সর্ব্বদা আলাপ করিতেন। যদি কখন২ জনতাকুল রাজপথে ভ্রমণ করিতেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে বলিষ্ঠ এবং নিপুণ শিল্পকরের অন্বেষণ করেন, অপর অন্য স্থানেও গমন করিয়া বহুমূল্য রত্ন ও কাঞ্চনের বিনিময়ে মর্ম্মর ও অন্যান্য বিচিত্র প্রস্তর সংগ্রহ করিতেন। ঐরূপ দৃঢ়তর যত্নেতে সুতরাং তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি হইল, দিনে২ মন্দিরের শোভা ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল প্রচণ্ড বায়ুর অভিঘাতেও সে মন্দিরের কোন হানি হইল না কেননা তাহার ভিত্তি বদ্ধমূল হইয়াছিল। চতুষ্পার্শ্বস্থ পতিত গৃহাবলীর অবশিষ্টেও সেই মন্দি-

রের সুগম হইয়াছিল। ভগ্ন ভবনের মধ্যে কোন২ ভবন নির্ম্মাণ কর্ত্তার সহসা নির্ব্বাসন হওয়াতে অসমাপ্ত ছিল ও কোন২ গৃহ কালাত্যয়ে জীর্ণ হইয়াছিল, কীর্ত্তিকামের কর্ম্মকারকেরাও স্বয়ং কোন২ প্রাসাদ নির্ম্মূল করিয়াছিল, অতএব কীর্ত্তিকাম আত্ম মানস সুসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় ঐ সকল ভগ্ন অট্টালিকার অবশিষ্টাংশ হইতে প্রয়োজন মতে প্রস্তর সংগ্রহ করিলেন। তাহাতে অবশেষে তাঁহার মন্দির নগরস্থ অন্যান্য প্রাসাদ অপেক্ষা উচ্চতর হইয়া অনুপম রূপে বিরাজমান হইল।

মন্দিরের পরিমাণ যত বৃদ্ধি হইল কীর্ত্তিকামের মন ততই তাহাতে আসক্ত হইতে লাগিল। ফলতঃ তিনি ঐ প্রাসাদের মমতাতে অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং যে দিবস সেই মন্দির নগরের সর্ব্ব স্থান হইতে দৃষ্ট হইল তদবধি তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় অন্য দিকে প্রায় নিক্ষিপ্ত হইত না অতএব তাঁহার পক্ষে রাজ দূতগণকে উপেক্ষা করিবার মূল কারণ উহাই হইতে পারে কেননা তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা প্রাসাদের উপর নিক্ষিপ্ত থাকাতে অন্য কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত হইত না।

এবং রাজ দূতেরা সাহস করিয়া কোন প্রস্তাব করিলেও তাহাতে তাঁহার মনঃসংযোগ হইত না। বিশেষতঃ প্রাসাদ নির্ম্মাণের কোলাহল অনবরত শ্রুতিগোচর হওয়াতে কোমলতর শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে পারিত না।

পরন্তু কীর্ত্তিকামের ঐ প্রকার মানস সুসিদ্ধ হইলেও তিনি সুখী হইতে পারেন নাই, মন্দিরের কোন অংশের পরিবর্ত্তন কোন অংশের উন্নতি করিতে অবিরত ব্যস্ত থাকিতেন তথাপি আপনার অভিমতানুসারে তাহা সুসম্পন্ন করিতে অক্ষম হইলেন। অপর জগৎপুরে মধ্যে২ ভূমিকম্প হইয়া থাকে সুতরাং মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইবার সম্ভবনা আছে এই ভাবনায় আরো ব্যাকুল হইলেন। অপর এইরূপ ভাবনাতেই যে কেবল তাঁহার দুঃখোদয় হইয়াছিল এমত নহে, যৎকালে হর্ষে পুলকিত হইয়া আপনার মন্দিরের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেন তখনও তাঁহার হৃদয়াকাশ উৎকণ্ঠারূপ মেঘে আচ্ছন্ন হইত। একজন দরিদ্র পথিকের বাক্যে প্রথমতঃ তাঁহার দুর্ভাবনার উদয় হয়। একদা কীর্ত্তিকাম দেখিলেন যে এক অধন ব্যক্তি তাঁহার

মন্দিরাভিমুখে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত দৃষ্টি ক্ষেপ করিয়া পরে নেত্রাম্বু লুকাইবার নিমিত্ত অন্য দিকে দৃষ্টি করিতেছে তাহাতে কি কারণ বশতঃ ঐ ব্যক্তির এমত ক্ষোভ হইল ইহার তথ্যানুসন্ধান করাতে পথিক অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া উত্তর করিল "এই প্রকাণ্ড মন্দির কত দিন পর্য্যন্ত স্থায়ি থাকিবে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতেছি" কীর্ত্তিকাম তখন অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন "কি, কত দিন থাকিবে? শত২ বৎসর গত হইলেও ইহার বিকৃতি হইবে না"। পথিক পূর্ব্ববৎ বিষণ্ণ বদনে পুনশ্চ কহিল "এই মন্দিরের অধিকারী কত দিন ইহার মধ্যে বাস করিতে পাইবেন তাহাও চিন্তা করিতেছি"।

কীর্ত্তিকাম এই উক্তির উত্তর প্রদান না করিতে২ পথিক সে স্থান হইতে অন্তর্হিত হইল। অনন্তর তিনি ঐ অশুভ কথা বিস্মরণার্থ নানা প্রকার চেষ্টা করিলেও মনোমধ্যে তাহা ক্রমশঃ সংস্কার বদ্ধ হইল। জগৎপুরবাসি বণিকেরা সামান্যতঃ যত কাল সেস্থানে বাস করিতে পায়, কীর্ত্তিকামের পক্ষে তখন তাহার অর্দ্ধেক সময়ও অতীত হয় নাই তথাচ তিনি জানিতেন যে অনুক্ষণ নির্ব্বাসন

বিধি প্রচার হইবার সম্ভাবনা আছে এবং আসন্নকাল উপস্থিত হইলে মন্দিরের দৃঢ়তায় সেই বিধি প্রচারে এক ঘটিকা কালও বিলম্ব হইবে না। অতএব বৃদ্ধ পুরুষ প্রথমেই ভ্রাতৃ চতুষ্টয়কে যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণে আইল তৎপ্রযুক্ত মনোমধ্যে পুনশ্চ এই প্রকার দুর্ভাবনার উদয় হইল যথা, পিতৃ প্রয়াণানন্তর যে অর্থ রাশি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহা এইক্ষণে কোথায় আছে? কিয়দংশ রাজ ভবনে প্রেরিত হইয়াছে কি না? এবম্ভূত প্রশ্নের অনুধ্যানে তাঁহার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। তিনি কাঞ্চনপ্রিয়ের ন্যায় মৃত্তিকার নীচে অর্থ সঞ্চিত করিয়া রাখেন নাই বরং তদ্বিপরীতে প্রসারিত হস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রাহক লোক উপস্থিত হইলে তাহারদের শারীরিক কুশল ও বল এবং নির্ম্মাণ দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়াও তাহারা অধীশ্বরের দূত কি না, এই মুখ্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে বিস্মরণ করিয়াছিলেন।

একদা এই সকল দুর্ভাবনা মনোমধ্যে উদিত হইলে কীর্ত্তিকাম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে উক্ত মন্দির ভগ্ন করিয়া তৎসম্পর্কীয় সকল দ্রব্যাদি অধীশ্ব-

রের দূতগণের মধ্যে বিতরণ করিবেন কিন্তু লোক-লজ্জা ও অভিমান প্রবল হওয়াতে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না। তিনি বিবেচনা করিলেন যে এত দিন পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা স্বহস্তে ভগ্ন করিলে অন্যান্য বণিকেরা তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিবে। অনন্তর সেই উচ্চতর প্রাসাদাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া মনের উদ্বেগ ও সন্দেহ দূর করিতে যত্ন করিলেন। এবিষয়ে তাঁহার যত্ন সিদ্ধ হইল, এবং তাঁহার মন পুনর্ব্বার কেবল পূর্ব্ববৎ দর্পেতে পূর্ণ হইল এমত নহে বরঞ্চ ভয়ানক মায়াতেও মোহিত হইল, অর্থাৎ তিনি রাজ দূত, রাজভবন, রমণীয় নগরী, এই সমস্ত বিষয়ের তাবৎ কথাই অলীক বোধ করিতে লাগিলেন এবং মনে করিলেন যে নির্ব্বাসন বিধি প্রচার হইলেও তাঁহার যশোমন্দির নিত্য আশ্রয় স্থান হইয়া চিরকাল থাকিবে।

হায়! যৎকালে তিনি এই প্রকার অভিমান করিতে ছিলেন তৎক্ষণেই তাঁহার প্রতি নির্ব্বাসিত হইবার আদেশ প্রচার হইল অতএব রাজাজ্ঞা বাহকেরা অনতিবিলম্বে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। সম্প্রতি অপর দুই বণিক্‌নন্দনের বৃত্তান্ত

প্রকাশ করিতে হইবে একারণ আপাততঃ তাঁহার শেষ বিবরণ লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

সুদর্শন নামা তৃতীয় ভ্রাতার ইতিহাস পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের বৃত্তান্ত তুল্য নহে । বৃদ্ধের উপদেশের কেবল আভাস মাত্র তাঁহার স্মরণে ছিল এমত নহে কিন্তু তদনুসারে তাঁহার সকল কর্ম্মেরও রূপান্তর হইয়াছিল । তিনি সর্ব্বদা ঐ উপদেশের কথা পুরবাসিগণের নিকট উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিতেন । অপর মুকুর মধ্যে যে আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন তাহাও আক্ষেপ পূর্ব্বক বর্ণনা করিতেন । অতএব পিতৃ সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হইবা মাত্র এই প্রতিজ্ঞা স্থির করিলেন যে নগরীয় অলীক আমোদে অর্থ ব্যয় না করিয়া সমুদয় ধন রাজ ভবনে প্রেরণ করিবেন ।

সুদর্শন এমত অভিপ্রায় সর্ব্বত্র ঘোষণা করাতে রাজ দূতের অভাব হইল না, অনেকে একে২ আসিয়া আপন২ দুঃখ বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক সাবধানে রজত কাঞ্চনাদি পঁহুছিয়া দিতে অঙ্গীকার করিল । সুদর্শন মুক্ত হস্তে দান করিতে লাগিলেন কিন্তু তদ্রূপ দান ক্রিয়াতে অবিলম্বে তাঁহার বৈরক্তি জন্মিতে লাগিল এবং প্রতিদিন

সমভাবে দান ধর্ম্ম সম্পন্ন হওয়াতে ক্রমশঃ তাহাতে উৎসাহ এবং আনন্দের হ্রাস হইল বিশেষতঃ পুরবাসিগণ তাঁহার বিপুল বদান্যতায় ভ্রূক্ষেপ করিত না বরং কেহ২ স্পষ্ট রূপে উপেক্ষা করিত অতএব তিনি মনে করিলেন যে দূতগণের দোষে-তেই তাঁহার যশোবৃদ্ধির বাধা হইতেছে কারণ তাহারা দান প্রাপ্তি মাত্রে গোপন করে এবং পথিমধ্যে কোন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইলে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়। যশোলাভের এই প্রতিবন্ধক নিবারণ করিবার মানসে তিনি ঘোষণা করিলেন যে যাচকদিগকে সাধারণের সমক্ষে মুদ্রা পূর্ণ থলিয়া হস্তে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে হইবে এবং মধ্যে২ আপনারদের ভ্রমণের হেতু প্রচার করিতে হইবে। যে২ ব্যক্তি এই বাক্যে অসম্মত হইল তাহারা অর্থ প্রাপ্তিতেও বঞ্চিত হইল। উপরোক্ত উপায়ে তাঁহার যৎকিঞ্চিত অভীষ্ট সিদ্ধি হইল রাজ দূতগণ ঐ প্রকারে গতিবিধি করাতে অনেকে তৎকারণানুসন্ধান করিতে লা-গিল এবং সুদর্শনের বন্ধুবর্গ রাজ ভবনে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতেছে বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিল কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মনস্তুষ্টি হইল না তিনি

এতদপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠান্বিত হইতে বাসনা করিলেন কেননা তাঁহার যেরূপ ঐশ্বর্য্য ও সুখ্যাতির অভিলাষ ঐ প্রকারে ধন প্রেরণ করা কোন মতে তদনুযায়ি হয় নাই। পরে তাঁহার মনে এই ইচ্ছা হইল যে যাচকগণ তাঁহার নিকট যথেষ্ট দান প্রাপ্ত হইয়া পথিমধ্যে শ্রেণীবদ্ধ রূপে গমন করুক ও তাহারদের ধন্যবাদের ধ্বনিতে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হউক।

একদা ঐরূপ ভাবনায় মগ্ন আছেন এমত সময়ে এক ব্যক্তি বন্দির বেশ ধারণ করত তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ তাহার আকৃতি অস্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইয়াছিল কিন্তু পরে বণিক্‌নন্দনের সমনস্ক দর্শনেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষে স্পষ্ট দৃষ্ট হইল। সে ব্যক্তি সুশোভন বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল এবং তাহার হস্তে এক স্বর্ণময় তূরী ছিল। সে সুদর্শনকে সম্বোধন করিয়া কহিল তোমার অভিপ্রায় আমি বহু কালাবধি অবগত আছি তুমি তাহা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় ত্রুটি কর নাই কিন্তু এক বিষয়ে তোমার ভ্রম হইয়াছে। তোমার যেরূপ ঐশ্বর্য্য তাহা এপ্রকার প্রচ্ছন্ন ভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণকারি কতিপয় রাজদূত

দ্বারা প্রেরণ করা কর্ত্তব্য হয় না বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া বন্দি দ্বারা তাহারদের সকলকে একত্র আহ্বান পূর্ব্বক শ্রেণী বদ্ধ রূপে বিদায় করা উচিত অতএব আমার প্রতি এই কর্ম্মের ভারাপর্ণ কর।

এই কথার প্রসঙ্গে সুদর্শনের রীতি চরিত্র রূপান্তর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বন্দির বাক্যপ্রমাণ কার্য্য করিতে লাগিলেন তাহাতে পূর্ব্বে এক প্রকার কর্ম্মের পৌনপুন্যে যে উৎসাহ শৈথিল্য হইয়াছিল এইক্ষণে তাহাও দূর হইল। অপর কীর্ত্তিকাম মন্দির নির্ম্মাণ করাতে নগরী মধ্যে যে রূপ আমোদ হইয়াছিল ঐ সময়াবধি রাজভবনে দূত প্রেরণের উপলক্ষেও তাদৃশ কৌতুক হইতে লাগিল এবং সুদর্শন স্বয়ং তদুপলক্ষে সতত হৃষ্টমনা হইয়া রহিলেন তিনি যে সকল সমারোহ করিয়াছিলেন তাহার একটার বর্ণনা করিলেই এস্থলে পর্য্যাপ্ত হইবে কেননা পুরবাসি বণিকেরদের সমক্ষে বিচিত্র হইলেও সে সকল সমারোহের প্রধান২ অঙ্গ প্রায় একরূপ ছিল। অতএব প্রথমে যে দূত শ্রেণী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিলেই অবশিষ্ট বিবরণের আর অপেক্ষা থাকিবে না।

দূতশ্রেণী প্রেরণার্থে দিন স্থির হইলে বন্দী তুরী বাদ্য পূর্ব্বক নগরীর চতুষ্পার্শ্বে তাহার ঘোষণা করিল, পরে বণিক্‌নন্দন ভূরি২ বহুমূল্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাশি২ মণি মাণিক্যের বিনিময়ে যথেষ্ট রজত কাঞ্চন আয়োজন করিলেন। এই সকল ব্যাপার হট্টের মধ্যে সমাধা হওয়াতে তদ্দর্শনে সকলেরই মহা কৌতুক হইল ইতিমধ্যে বণিকনন্দন আপন বাটীর দ্বার রুদ্ধ রাখিতে আরম্ভ করিলেন এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণকারি যে সকল দূত সে স্থানে উপস্থিত হইল তাহারদিগকে কহিলেন "অদ্য বিদায় হও, আদিষ্ট দিবসে উপস্থিত হইও"।

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিবসের প্রাতঃকালে চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহের লোকেরা কৌতুক দর্শনার্থ স্ব২ বাতায়ন সমীপে উপস্থিত হইল এবং অনতিবিলম্বে জনতার বৃদ্ধি হওয়াতে অবশেষে সমুদয় রাজবর্ত্ম রাজদূতা-কীর্ণ হইল আর সে স্থানে এত অসংখ্য লোকের সমাগম হইল যে কত২ অবীরা দরিদ্র অবলা ও অনাথ শিশু চলিবার পথ না পাইয়া এবং সুদর্শ-নের গৃহ দর্শনেও অসমর্থ হইয়া বিষণ্ণচিত্তে স্ব২ আবাসে প্রত্যাগমন করিল। তৎপরে মধ্যাহ্ন কাল

আগত হইলে বণিক্‌নন্দন সুসজ্জিত বেশধারি পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে যাচক বর্গের সমক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে রাশি২ রজত কাঞ্চনাদি দান সামগ্রী প্রস্তুত ছিল এবং পূর্ব্বোক্ত বন্দী যে কখন দাতার নৈকট্য ত্যাগ করিত না সেও আসিয়া তৎসমীপে দণ্ডায়মান হইল। দিবাকরের রশ্মিতে তাহারদের সকলের অত্যন্ত শোভা হইতে লাগিল এবং তাহারদের উজ্জ্বল পরিচ্ছদ ও স্বর্ণময় তূরী এবং ভূমিতল স্থিত ধাতুরত্ন প্রভাকরের তেজে জাজ্বল্যমান হইল এবং তাহা হইতে যে জ্যোতিঃ প্রবাহ নির্গত হইতে ছিল উপস্থিত জনগণ তাহা দেখিয়া সাধুবাদ ধ্বনিতে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পর্যন্ত ঐ রূপ সাধুবাদ হইলে পর বন্দী জনগণকে নিস্তব্ধ হইতে আদেশ করিল এবং তদনন্তর সুদর্শন সম্মুখস্থিত কাঞ্চনাদির রাশি হইতে নানা প্রকার মুদ্রা গ্রহণ করিয়া ঐ জনতা মধ্যে নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন তাহাতে সকলেই সমকালীন তাহা স্ব২ হস্তগত করিবার চেষ্টা করাতে অত্যন্ত কোলাহল উপস্থিত হইল ভূরি২ ব্যাধিগ্রস্ত দুর্ব্বল লোক মৃত্তিকাতে পতিত হইয়া ঐ

জনতার পদাঘাতে মৃত প্রায় হইয়া গেল। বণিকনন্দন তাহারদের দুঃখে আদৌ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার মনে বিষাদ জন্মিবার উপক্রম হইয়াছিল পরন্তু তৎপরে বন্দীর ঘোষণা শব্দে করুণার সঞ্চার একেবারে দূরীভুত হইয়া গেল। বন্দী উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ধ্বনি করিল "হে দূতগণ ত্বরায় নিকটস্থ হইয়া সুদর্শন বণিকের আদেশানুসারে এই অর্থ রাশি গ্রহণ পূর্ব্বক অধীশ্বরের দূরস্থিত ভবনে লইয়া যাও"।

দাতব্য ধন সমুদয় বিতরণের পূর্ব্বে কোলাহলের নিবৃত্তি হইল না, অনন্তর প্রকাশ্য রূপে নগর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক যাত্রা করিবার নিমিত্ত বন্দী দূতগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিল তাহাতে ঐ দীন দুঃখি ব্যক্তিরা তূরী ধ্বনির তালেং নৃত্য করিয়া গমন করাতে অপূর্ব্ব কৌতুক বোধ হইল কিন্তু ঐ দুরবস্থ লোক সকল ধন রত্নের ভারে ভারাক্রান্ত হওয়াতে বিপরীত ভাব হইতে লাগিল। তাহারদের মধ্যে অনেকে ঐ বিপরীত ভাব বুঝিয়া আপনং সঙ্গি লোকের দৃষ্টি পথস্থ হইতে সঙ্কুচিত হইল কিন্তু শ্রেণী ত্যাগ করিয়া গমন করিতে পাইল না। তাহারদের একত্র হইয়া গমন করি-

বার সময় বন্দী ক্রমশঃ উচ্চৈঃস্বরে এই ঘোষণা করিতে লাগিল, "হে পুরবাসিগণ, সুদর্শনের ঐশ্বর্য্য দর্শন কর, ইনি এই সকল ধন সম্পত্তি দূরস্থিত রাজ ভবনে প্রেরণ করিতেছেন"।

বন্দী ঐ সকল লোককে এমত রূপে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিল যে গমন কালীন তাহারা বণিক্-নন্দনের দৃষ্টিপথের অতীত না হয়। সুদর্শনও তাহারদের হট্ট এবং প্রধান বর্ত্ম দিয়া গমন করিবার সময় স্থিরদৃষ্টি করিয়া রহিলেন। তিনি যে স্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন সে স্থান হইতে লোক সমূহের সাধুবাদ ধ্বনি ও বন্দীর ঘোষণা স্পষ্টরূপে শুনা যাইত তাঁহারও কর্ণগত হইল। সুদর্শন সায়ং-কাল পর্য্যন্ত তথায় দণ্ডায়মান থাকি চক্ষু কর্ণের সন্তোষ করিলেন, রজনীপাত হইলে ঐ শোভার প্রত্যক্ষ দর্শন অসম্ভব হওয়াতে স্বপ্নযোগে তাহা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

স্বপ্নাবস্থাতে তাঁহার বোধ হইল যেন ভূরি২ লোক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সম্মুখ দিয়া বিবিধ মহা-মূল্য উপঢৌকন গ্রহণ পূর্ব্বক রাজভবনে যাত্রা করিতেছে। কেহ২ রজত কাঞ্চন, কেহ বা অন্যান্য পণ্য দ্রব্য বহন করিতেছে, কাহারো বা হস্তে মহা

শোভিত পরিচ্ছদ দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু তাহারা যেন নগরের মধ্যেই পরিভ্রমণ করিতেছে। স্বপ্নাবস্থায় যুক্তাযুক্তের বোধ থাকে না তন্নিমিত্ত দূতগণের দূর গমন সংকল্পিত হইলেও স্বপ্নযোগে তাহারদিগকে নগরীর প্রাচীরের বাহিরে যাইতে না দেখাতে তাঁহার মনোমধ্যে চমৎকার জ্ঞান হইল না।

সুদর্শন দূতগণকে এই প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিতেন তাহাতে কোন২ শ্রেণীর মধ্যে কিঞ্চিৎ তারতম্য থাকিলেও ঐ তূরী দ্বারা সকলেরি সমারোহের ঘোষণা হইত এবং উক্ত বন্দী সকলেরি সজ্জার বিধান করিত অতএব এক শ্রেণীর বর্ণনাতেই সমুদয়ের বর্ণনা করা হইল।

অতঃপর তাঁহার ধন সম্পত্তি যেন অক্ষয় বোধ হইতে লাগিল। তিনি যত দান করিতেন তাঁহার অর্থ রাশিও তদনুসারে বৃদ্ধি পাইত। অপর ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনিই লোক সমাজে অধিক প্রতিপন্ন হইলেন, নগরীস্থ অধন সধন সকলেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিত। কেহ২ তাঁহার প্রতি বৈরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল বটে কিন্তু সে বিরাগ সূচক শব্দ বন্দীর তূরী বাদ্যে

লীন হওয়াতে কস্মিন কালেও তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। তাঁহার মনে এই প্রত্যয় ছিল যে পুরী মধ্যে তিনি সর্ব্ব পূজ্য হইয়াছেন এবং উত্তর কালের ভোগার্থ বাহিরেও অক্ষয় ধনরাশি সঞ্চয় করিতেছেন। অতএব কখন২ আত্মশ্লাঘায় কখন বা জয়োল্লাসে তাঁহার হৃৎপদ্ম প্রফুল্ল হইত, তাঁহার চিত্তাকাশ সন্দেহ বা ভয় রূপ মেঘে কখনই মলিন হয় নাই। অপর তিনি সহোদরদিগের ক্রিয়ার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন আর রবি কিরণ কালে নিজ বাটী সম্বলিত উচ্চতর স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কীর্ত্তিকামের মন্দিরে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক শ্লেষোক্তি করিতেন কখন বা কাঞ্চনপ্রিয় অর্থের নিতান্ত বশীভূত হওয়াতে তাঁহার প্রগাঢ় দাসত্ব বর্ণনায় কৌতুকাবিষ্ট হইতেন কিন্তু অবশেষে আপন দূত শ্রেণীর প্রতি নেত্রপাত করিয়া এই বক্তৃতা করিতেন "আমারও এক মন্দির আছে, তাহা প্রগাঢ় রূপে মূলবদ্ধ হইয়াছে। আমারও ধন সম্পত্তি আছে কিন্তু তাহা নিরাপদ স্থানে সঞ্চিত রাখিয়াছি।"

চতুর্থ ভ্রাতার উপাখ্যান বর্ণন করা সাধ্যাতীত, কেননা তদ্বিষয়ের কোন কথাই প্রসিদ্ধ নহে।

কাঞ্চনপ্রিয় অথবা কীর্ত্তিকামের ন্যায় তাঁহার চরিত্র ছিল না কারণ তিনি স্বর্ণাকরস্থ যক্ষের সেবায় অথবা যশোমন্দির নির্ম্মাণে নিরত থাকেন নাই। অপর তাঁহার স্বভাব সুদর্শনের ন্যায়ও ছিল না কেননা কোন বন্দী সতত তাঁহার উপাসনায় থাকিত না এবং রাজ দূতগণকেও তাঁহার দ্বারে শ্রেণীবদ্ধ দেখা যাইত না। তিনি নিভৃত স্থানে কাল যাপন করিতেন, কখন্ কোন্ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন ইহা কেহই জানিত না, ফলতঃ জগৎপুর নগরী মধ্যে তিনি যেন প্রবাসির ন্যায় বাস করিতেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অগ্রজদিগের চরিত্র দর্শনে কৌতুকাবিষ্ট হইত তাহারা ক্রমশঃ তাঁহার নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতে লাগিল কেননা তাহারদের যাহাতে মনোভিনিবেশ সম্ভাব্য তিনি তদ্রূপ কার্য্য করেন নাই, কেবল এক বিষয়ে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার নামের আন্দোলন হইয়াছিল যে সুচেতাঃ ধনাঢ্য বণিকদের পল্লী পরিত্যাগ করিয়া অতি দীন দুঃখি লোকেরদের গৃহ পরিবেষ্টিত যৎসামান্য নিকেতনে বাস করিতে উপক্রম করিলেন কিন্তু কি মানসে ঐ প্রকার পল্লীতে নিবাস ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহা কেহ

অবগত ছিল না। কেহ২ কহিত কৃপণতা প্রযুক্ত সুচেতাঃ দরিদ্র পল্লীতে বাস করেন, অপরে বলিত অর্থাভাবে দরিদ্র সঙ্গে থাকেন পরন্তু তদনন্তর অবিলম্বেই নগরী মধ্যে তাঁহার নামের আন্দোলন একেবারে নিবৃত্ত হইল তাহাতে তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা আরো প্রচ্ছন্ন ভাবে কালযাপন করিতে লাগি-লেন।

সুচেতার যে কএক জন বন্ধু ঐ নিভৃত স্থানে গমনাগমন করিত তিনি যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাহারদের আতিথ্য করিতেন কিন্তু তাহারাও তাঁহার জীবন বৃত্তান্তের নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধানে সমর্থ হয় নাই। তিনি কাল সহকারে উত্তরোত্তর দরিদ্র হইতে লাগিলেন কেননা কোন অপ্রকাশ্য কারণ বশতঃ তাঁহার ধনরাশি ক্রমশ ক্ষয় হইতে-ছিল। তাঁহার বাটীতে ঐশ্বর্য্যের কোন চিহ্ন রহিল না, পূর্ব্বে যে পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন তদ-পেক্ষা অল্প মূল্য বস্ত্রাদি পরিধান এবং অতি সামান্য দ্রব্য আহার করিতে লাগিলেন সুতরাং এই সকল ব্যাপার দর্শনে লোক সমূহের চমৎ-কার বোধ হইয়া ছিল। অধিকন্তু তাঁহার আকার ইঙ্গিতের ভাবান্তর আরো আশ্চর্য্যকর হইয়াছিল

কেননা পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে অধিক নিরুদ্বেগ বোধ হইতে লাগিল এবং তাঁহার মুখমণ্ডল আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। বহু সম্পত্তি কালে তাঁহার বদনে যে উৎকণ্ঠা ও বিষাদের চিহ্ন কথন২ প্রকাশ হইত তাহা পরে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইল তাহাতে সকলের অনুমান হইল যে তিনি ধন সম্পত্তিতে বঞ্চিত না হইয়া বরং যেন কোন বিশেষ গলগ্রহ ভার হইতে মুক্ত হইয়াছেন নচেৎ ঐরূপ আনন্দ কি প্রকারে সম্ভাব্য। কিন্তু কেহ ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কথন২ ঈষৎ হাস্য কথন বা অশ্রুপাত করিতেন তাহা দেখিয়া লোকে কহিতে লাগিল সুচেতার হাস্য দর্শনে চিত্ত রঞ্জন হয় বটে কিন্তু তাঁহার অশ্রুপাতে দৃষ্টি করিলে অন্তঃকরণ তদপেক্ষা অধিক প্রফুল্ল হয়।

ঐ বণিকনন্দনের সম্পত্তি হ্রাসের বিষয়ে কাহারো সন্দেহ ছিল না কিন্তু কি কারণ বশতঃ তিনি নিঃশম্বল হইলেন তাহা তাঁহার অন্যান্য বৃত্তান্তের ন্যায় অস্পষ্ট ছিল, ফলতঃ তাঁহার অর্থ যে প্রকারে ব্যয় হউক সুদর্শনের ন্যায় পুনর্ব্বার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত না। তাঁহার ধন বিতরণ কথন মর্ত্ত্য স্তুতিবাদকের প্রশংসাতে পরিশোভিত হয় নাই

এবং তাঁহার পদবীও পার্থিব যশোলাভে উজ্জ্বল হয় নাই তথাপি তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহের বিষয়ে এক মধুর জনরব প্রচার হইয়াছিল। কেহ২ কহিত যে প্রদোষ ও রাত্রিকালে সুচেতার দ্বারে, রাজ দূতগণ গোপনে যাতায়াত করে, তাহারা সুদর্শনের দূতগণের ন্যায় শ্রেণী বদ্ধ হইয়া যায় না, প্রত্যেকে স্বতন্ত্র গমন করে। কিন্তু ইহাও স্পষ্ট অনুমেয় হইয়াছিল যে ঐ দূতেরা তাবতে এক দলে সংশ্লিষ্ট ছিল কেননা সকলেই বাম হস্ত পরিচ্ছদ মধ্যে প্রচ্ছন্ন করিয়া গন্তব্য পথ প্রদর্শনার্থ দক্ষিণ কর পূর্ব্বাভিমুখে বিস্তার করিত। আর নগরের নিভৃত মার্গ দিয়া সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া গমন করিত, তাহারদের পদার্পণের শব্দও কোন ব্যক্তির কর্ণগত হয় নাই এবং অবশেষে পূর্ব্বদিকস্থ গোপুরে উপস্থিত হইলে কবাট রুদ্ধ থাকিলেও শ্রেণীভঙ্গ না হইয়া বরং সুদীর্ঘচ্ছায়াবলীর ন্যায় গমন করিত পরে পথ অনর্গল করিয়া যাত্রা করত দূরস্থ অন্ধকারে অন্তর্হিত হইত।

বণিক্‌নন্দনের গৃহের এই প্রবাদ নগরী মধ্যে প্রচার হয় নাই। ধনাঢ্য বণিকদের মধ্যে কেহ২ শুনিয়াছিল বটে কিন্তু তাহারদেরও অধিকাংশ

প্রত্যয় করে নাই, অপর যাহারা সচক্ষে উক্ত ব্যাপার দেখিয়াছিল তাহারা উহাঁর ভক্তিভাব দেখিয়া নিস্তব্ধ থাকিত ঐরূপ সংগোপন দাতৃত্ব বর্ণনে রসনা অক্ষম হওয়াতে তাহারা কেবল মৃদুস্বরে পরস্পর কাণাকাণি করিত অথবা গৃহে বসিয়া তদ্বিষয়ের চিন্তা করিত, এবং যখন একাগ্রচিত্ত হইয়া মনে২ ভাবিত যে ঐ লোক শ্রেণী কোথায় প্রস্থান করিল তখন যেন তাহারদের অন্তরাত্মা এই উত্তর করিত যে "তাহারা পথ রুদ্ধ থাকিলেও নগরীর সীমা উত্তীর্ণ হইয়া বহু দূরে গমন করিয়াছে এবং সুচেতার ধন সম্পত্তি দূরস্থিত অধীশ্বরের ভবনে লইয়া গিয়াছে"।

সুচেতার বিষয়ে এইরূপ চিত্তরঞ্জক ইতিহাস কল্পিত হইয়াছিল কিন্তু তাহার এক অংশের বর্ণনা এখনও হয় নাই। কথিত আছে যে, যে সকল ব্যক্তি ঐ অপ্রকাশ্য লোক শ্রেণী দর্শন করিয়াছিল তাহারা উক্ত বণিক্‌নন্দনের বাটীর নিকটস্থ বর্ত্মে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল যে তাঁহার গৃহ দ্বারের পথ মুক্তাফলে আকীর্ণ আছে এবং সুস্নিগ্ধ আলোকে অট্টালিকা সুশোভিত হইয়াছে আর মনোহর বাদ্য ধ্বনি গৃহের মধ্য হইতে নির্গত হইতেছে।

ঐ আলোক এমত মসৃণ ছিল যে চতুর্দিকস্থ অন্ধকারের উপর যেন কেবল তাহার কান্তিমাত্র সংলগ্ন হইয়াছিল, তৈজস খরতার লেশও ছিল না, এবং ঐ বাদ্য এমত সুকোমল যে তাহাতে যামিনীর স্বাভাবিক নীরবত্ব বিকৃত হয় নাই। তাহারা দূর হইতে ঐ শোভা দর্শন করিতে লাগিল, নিকটস্থ হইলে যদি মায়া কল্পিত শোভার ন্যায় অন্তর্হিত হয় এই শঙ্কায় তৎসমীপে গমন করিতে সঙ্কোচ করিল তথাপি উহার মায়াতেই মুগ্ধ হইয়া সে স্থান পরিত্যাগেও অসমর্থ হইল। সেই চিত্তাকর্ষক দীপ্তি চির নিরীক্ষণে চক্ষুর গ্লানি বোধ অথবা সেই দিব্য বাদিত্র শ্রবণে কর্ণের বিরাগ কখন হইত না, সূর্য্যোদয় কালে ঐ শোভা অদৃশ্য থাকিত বটে কিন্তু সুচেতার বাটীতে সেই সুকোমল আলোক ও সুমধুর বাদ্য কখনও বিলীন হইত না কেবল দিবাভাগের জ্যোতিঃ ও কলরব বশতঃ তাহা চক্ষু কর্ণের অগোচর হইত এবং তৎকালে সে মুক্তাফলও অদৃশ্য থাকিত, দর্শকেরদের মধ্যে কেহ২ মনে করিত সূর্য্যোদয়ের পরে মুক্তাফল সকল বিরাজমান হয় কিন্তু চয়ন করণার্থ উদ্যত হইলে দেখিত তাহা প্রাতঃকালীন নীহার বিন্দু মাত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত বণিক চতুষ্টয় এইরূপে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত কালযাপন করিলেন। কাঞ্চনপ্রিয় অহ-রহ পরিশ্রম করিয়া ধন লোলুপ প্রভুর নিমিত্ত অনুক্ষণ নূতন ২ অর্থ সঞ্চয় করিতে নিযুক্ত ছিলেন। কীর্ত্তিকাম সর্ব্বাগ্রে নির্ব্বাসিত হওনের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে তাঁহার মন্দির মাত্র নগরের মধ্যে স্মরণার্থ রহিল। সুদর্শন পূর্ব্ববৎ বহু মূল্য ধনাদি দানের ও লোক শ্রেণীর সমারোহ করিয়া পৌরজন সমূহের বিস্ময় জন্মাইতে নিরত ছিলেন, কেবল সুচেতা প্রচ্ছন্ন ভাবে কাল যাপন করিতেন। অগ্রজ ভ্রাতৃত্রয়ের ধন যশ ও দাতৃত্ব শক্তি ক্রমশঃ দৃষ্টান্ত স্থল স্বরূপে প্রসিদ্ধ হইতে লাগিল। তাহা-রদের আচার ও চরিত্র বিষয়ে পৌরজন সমাজে নানা প্রকার বচসা হইয়াছিল কাঞ্চনপ্রিয় সর্ব্বলো-কের ঘৃণাস্পদ হইলেও তাহার প্রশংসা বাদক চাটুক্তি কারকের অভাব ছিলনা। কথিত আছে যে নির্ব্বাসন কাল যত নিকটবর্ত্তি হইয়াছিল স্তুতি পাঠক উপাসকের সংখ্যা ক্রমশঃ ততই বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের প্রসঙ্গ উপ-

স্থিত হইলে কেহ নির্ব্বাসন বিধির উল্লেখ করিত না, তাহার কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ফলতঃ অধীশ্বর পুনঃ২ সাবধান করিলেও পুরবাসিগণের অধিকাংশ ঐ নগরকে আপনারদের নিত্য আশ্রয় জ্ঞান করিত, তাহারদের বুদ্ধি যেন ভ্রমরূপ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল সুতরাং তাহারদের চিন্তাশক্তিও নগরীর সীমা উৎক্রমণ করিতে পারে নাই।

কাঞ্চনপ্রিয় বহুদিবস পর্য্যন্ত ঐ নগরীতে বাস করিতে পাইয়াছিলেন কিন্তু কাল সহকারে তাঁহার কেবল দাসত্বের ভার গুরুতর হইয়া উঠিল। তিনি একদা প্রকাণ্ড স্বর্ণ রাশির ভারাক্রান্ত হইয়া আর্ত্তনাদ করত পূর্ব্বোক্ত নিভৃত আকরে গমন করিতেছিলেন এমত সময়ে সেই বৃদ্ধপুরুষ আসিয়া পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ক্লান্ত বণিকের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া শ্লেষ পূর্ব্বক পরিহাস করত তাঁহার ভার হরণ করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ বৃদ্ধ পুরুষকে দেখিয়া কাঞ্চনপ্রিয়ের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। পরে তিনি মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন যে এই বৃদ্ধ পুরুষ পূর্ব্ব দৃষ্ট মুকুর গত ছায়া মাত্র, কিন্তু পরে কম্পিত কলেবর হওয়াতে তাঁহার মুখ

পাণ্ডু বর্ণ হইয়া গেল এবং অন্তঃকরণের মধ্যে জড়তা উপস্থিত হইল তাহাতে নিশ্চয় বুঝিলেন যে এই বৃদ্ধপুরুষ ছায়া নহে প্রকৃত শরীরী হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছেন আর কি অভিপ্রায়ে আগমন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ রহিল না।

অবশেষে অত্যন্ত শঙ্কাকুল প্রযুক্ত নিজ বাক্যের অর্থাবধারণে অসমর্থ হইয়া বৃদ্ধকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "হে অপরিচিত পুরুষ, যদি আপনি নির্ব্বাসন বিধির আদেশ আনিয়া থাকেন তবে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত আমাকে ক্ষমা করুন। এই নগরী মধ্যে আমার বহুতর ধন সম্পত্তি আছে উষ্ট্র গর্দ্দভাদি পশুর পৃষ্ঠে তাহা সংগ্রহ করি এবং আমার ভৃত্যগণকে স্বর্ণ রাশি লইয়া সমভিব্যাহারী হওনার্থ প্রস্তুত করি, আপনি কিঞ্চিৎ কাল ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আমি ত্বরায় গমন করিব"।

সেই অপরিচিত পুরুষ ইহা শুনিয়া যে উত্তর করিলেন তাহাতে কাঞ্চনপ্রিয়ের হৃৎপদ্ম হিমাঙ্গ হইয়া গেল। "হে বণিক্ এ সকল কি অনর্থক কথা! তুমি জান যে আমার সহিত যাহারা গমন করে তাহারদিগকে একাকী প্রস্থান করিতে

হয়। উষ্ট্র ও গর্দ্দভ এবং ভৃত্য ও স্বর্ণ রৌপ্যাদি তোমার সঙ্গে যাইতে পারিবেক না তুমি পূর্ব্বে যে অর্থ রাজভবনে প্রেরণ করিয়াছ তাহাই এক্ষণে তোমার আপনার হইবে, নগরীতে যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা এখানেই পড়িয়া থাকিবে"।

দর্পণ মধ্যে যে ছায়া দৃষ্ট হইয়াছিল তাহা তখন কাঞ্চনপ্রিয়ের স্মরণে আসিল। রাজভবনে প্রেরিত অর্থের কথা ব্যঙ্গ মাত্র বোধ হইল কেননা তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিয়া যে ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন সে সকলি ঐ অশুভ স্বর্ণাকরে রাশীকৃত ছিল। তৎপূর্ব্ব দিবস গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন সমুদয় ধনই আছে একটী মুদ্রারও অন্যথা হয় নাই। কাঞ্চনপ্রিয় এই সকল চিন্তা করিয়া বৃদ্ধের প্রতি বিনীতান্তঃকরণে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন কিন্তু বৃদ্ধ একাকী নহেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে নেত্রপাত করিলেন, কেননা বৃদ্ধের ভীষণ অনুচরগণ অসিত জলধরের ন্যায় তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়াছিল, তাহাদের হস্তে এক২ লৌহ দণ্ড ছিল এবং তাহারা কাঞ্চনপ্রিয়কে নগরের বহিস্থ অরণ্যে নিষ্কাসিত করিতে উদ্যত হইয়া যেন প্রহার

করিবার নিমিত্ত ঐ দণ্ড ঊর্দ্ধে বিস্তারিত করিতেছিল।

কাঞ্চনপ্রিয় অবশেষে অত্যন্ত ভয় শোকে কাতর হইয়া এই উক্তি করিতে লাগিলেন "হে অপরিচিত পুরুষ, আহা! আমি অদ্য পর্য্যন্ত তোমার উপদেশ উপেক্ষা করিয়াছি। আমার সমুদয় অর্থ এখনও নগরী মধ্যে আছে, তুমি তো অধীশ্বরের একজন দূত বট, অতএব আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া শীঘ্র ঐ অর্থ রাজভবনে লইয়া চল"।

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "তুমি অসাধ্য সাধনের প্রার্থনা করিতেছ। আমি অধীশ্বরের দূত বটি কিন্তু রাজভবনে অর্থ বহন করিতে আমার সামর্থ্য নাই এবং আমার সংস্পর্শে বস্তু মাত্রই বিকার ও লয় প্রাপ্ত হয়। দীন দুঃখি দুর্বল ব্যক্তিদের প্রতি এই অর্থ বহনের ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহারা পূর্ব্বে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, তুমি তাহারদিগকে রিক্ত হস্তে বিদায় না করিলে তাহারা এ ধন সেখানে বহন করিতে পারিত"। এই সকল বাক্য কাঞ্চনপ্রিয়ের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হওন কালে বৃদ্ধের অনুচরগণ ক্রমশঃ করালতর মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল, তাহারা পুনর্ব্বার লৌহ দণ্ড

আকাশে বিস্তার করিল তখন ঐ দুরবস্থ বণিক্ আর্ত্তনাদ করিতে২ এক দিবসের নিমিত্ত ক্ষমা যাচ্ঞা করিলেন, যথা

"আমি কল্য অবশ্য প্রস্তুত হইব, এই ক্ষণে রাজদূতগণকে আহ্বান করিয়া সকল ধন সম্পত্তি নগরীর প্রাচীরের বাহিরে প্রেরণ করি, নিতান্ত পক্ষে কয়েক দণ্ড মাত্র আমাকে ক্ষমা কর। তুমি হঠাৎ উপস্থিত হওয়াতে আমি প্রস্তুত হইতে পারি নাই"।

ইহাতে বৃদ্ধ কুপিত হইয়া কহিলেন "তুমি অলীক বাক্য কহিতেছ, আমি এস্থানে হঠাৎ উপস্থিত হই নাই, ধীরে২ আগমন করিয়াছি এবং নগরের বহু দূর হইতে আমার পাদার্পণের ধ্বনি রজনীযোগে তোমার কর্ণগত হইয়াছে তাহা শুনিয়া তোমার অঙ্গ অবশ ও কেশ পলিত এবং চিত্ত বিকৃত হইয়াছে। অপর তুমি ইহাও জানিতা যে অধীশ্বরের শেষ দূত উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ ঘটিয়া থাকে। চেতনা হইলে তুমি এক২ বার অর্থ পরিত্যাগ করিবার উদ্যম করিয়াছিলা কিন্তু সে উদ্যম ক্ষণিক মাত্র ছিল, যে লোভ শৃঙ্খলে তুমি বদ্ধ ছিলা তাহা হইতে

মুক্ত হইতে পার নাই আমি এইক্ষণে ক্ষমা করিলেও তোমার লোভ নষ্ট হইবে না এবং শত২ বৎসর পর্য্যন্ত এ নগরীতে বাস করিতে পাইলেও তোমার অর্থাসক্তি খর্ব্ব হইবে না”।

তখন কাঞ্চনপ্রিয়ের বোধ হইল যে বৃদ্ধের কোন কথাই অলীক নহে। তিনি অনেক বৎসর পর্য্যন্ত রাজাজ্ঞা বাহকের সমাগমন প্রতীক্ষাতে ছিলেন। ঐ বাহক মন্দ২ গতিতে আগমন করায় বহু দিবস গত হইয়াছিল তাহাতে তিনি অর্থ প্রেরণ করিবার যথেষ্ট কাল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপর রাজদূতগণ বারম্বার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অর্থ যাচ্ঞা করিয়াছিল কিন্তু তিনি প্রত্যহই দান করিবার ক্ষণিক প্রতিজ্ঞা করিয়া কল্য আসিও বলিয়া বিদায় করিতেন। এতাদৃশ বিলম্ব করিবার কারণ এই যে স্বর্ণাকরস্থ যক্ষ স্বর্ণ শৃঙ্খলে তাহার হস্ত বদ্ধ করিয়াছিল ঐ শৃঙ্খল আদৌ অতি ক্ষুদ্র ও ভঙ্গুর ছিল কিন্তু কাল সহকারে মায়া শক্তিতে তাহার দৃঢ়তা ও প্রশস্ততা হইয়াছিল। প্রথমাবস্থায় একবার দৃঢ়তর উদ্যম করিলেই বন্ধন মোচন হইতে পারিত কিন্তু বারম্বার স্বল্প মাত্র যত্ন করাতে ক্রমশঃ তাহার কাঠিন্য হইয়াছিল।

অবশেষে সেই শৃঙ্খলের সমুদয় অংশ এমত প্রগাঢ়রূপে সংযুক্ত হইয়াছিল যে স্বহস্তে তাহা ভগ্ন করা অসাধ্য কল্পনা হইল।

ঐ দুর্ভাগ্য বণিক বহুকালাবধি উক্ত শৃঙ্খলের ভারে কুব্জাকৃতি প্রায় হইয়াছিল শেষে অপরিচিত বৃদ্ধের লৌহ কল্প মুষ্টাঘাতে তাহা ভগ্ন হওয়াতে তাহার চেতনা জন্মিল পরে মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ বিপুল অর্থ পরিত্যাগ করিয়া লৌহ দণ্ডাঘাত সহ্য করত নগর হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইল।

আমরা সম্প্রতি কাঞ্চনপ্রিয়ের বর্ণনায় ক্ষান্ত হইয়া কীর্ত্তিকামের ইতিহাস শেষ করি। কীর্ত্তি-কামের বিবরণও ঐ রূপ অশুভ এবং বিষাদ জনক ছিল, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তরুণাবস্থায় তাঁহার প্রয়াণ হয়। পথিকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কিয়ৎকাল পরেই তাঁহার নির্ব্বাসন দিবস উপস্থিত হইয়াছিল, তদ্বৃত্তান্ত এস্থলে শৃঙ্খলা ক্রমে অবিকল প্রকাশ করা যাইতেছে।

ঐ বৃদ্ধ যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন তখন তিনি সম্পূর্ণ রূপে বলিষ্ঠ ছিলেন। একদা ধূম্রবর্ণ বহু মূল্য পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া অভিমান মদে মত্ত হওত স্বনির্ম্মিত মন্দির নিরীক্ষণ করিতে-

ছেন এবং চতুষ্পার্শ্বে পারিষদ লোক দণ্ডায়মান আছে এমত সময়ে রাজাজ্ঞা বাহক তাহারদের মধ্য দিয়া শনৈঃ শনৈঃ পাদ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তিকাম তাঁহাকে দর্শন করিবার অগ্রে তিনি তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন তাহাতে পারিষদগণের মুখ ম্লান হওয়াতে কীর্ত্তিকাম প্রথমতঃ আপন নির্ব্বাসন দিবস উপস্থিতির বিষয়ে চেতনা প্রাপ্ত হইলেন।

তিনি বৃদ্ধপুরুষের উপস্থিতির বিষয়ে চেতনা পাইবা মাত্র নির্ভয়ে তাঁহার সম্মুখস্থ হইয়া এই রূপ বাক্ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, "হে অপরিচিত পুরুষ, আমাকে বৃথা আহ্বান করিতে আসিয়াছ, রমণীয় নগরীতে বাস করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই, জগৎপুর মধ্যে আমি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছি এই স্থানেই নিত্য নিবাস করিব"। পারিষদ লোক সমূহ তাঁহার বাক্য শুনিয়া সাধুবাদ করিতে লাগিল কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে কোন বাক্য প্রয়োগ না করিয়া নিস্পন্দ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিলেন এবং তাহার উপর স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন তাহাতে কীর্ত্তিকামের মদোন্মত্ত চিত্ত ব্যাকুল হইল ও সগর্ব্ব বাক্য ক্রমশঃ অবসিত

এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। অতএব তিনি ঐ অশুভ দূতের মুখ সন্দর্শনে নিবৃত্ত হইয়া আপন যশো মন্দিরাভিমুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মনঃস্থির করিবার বাসনা করিলেন কিন্তু তখন ঐ মন্দির যেন ঘোর কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং দূর হইতে বোধ হইল যেন তাহা বিনষ্ট হইতেছে পুরোবর্ত্তি ভূমিতে যে দীর্ঘাকারা তমোময়ী ছায়া পতিত হইয়াছিল তাহা হইতে ঐ অট্টালিকা প্রভেদ করা অসাধ্য হইল।

অনন্তর বৃদ্ধ মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া কহিলেন "হে বণিক্ সততই এই রূপ ঘটনা হইয়া থাকে। আমার গমনে নগরস্থ সকল দ্রব্যই ছায়া রূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তুমি এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র গ্রহণ কর, ইহার দ্বারা দর্শন করিলে তোমার নির্ম্মিত মন্দির স্পষ্ট রূপে দৃষ্ট হইবে" এই কথা কহিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রদান করিলেন। কীর্ত্তিকাম সহসা তাহা গ্রহণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তদ্দারা নিরীক্ষণ করাতে কম্পিত কলেবর হইলেন ও তাঁহার হস্ত হইতে ঐ কাচময় যন্ত্র ভূমিতে পড়িয়া গেল। সেই যন্ত্রে তাঁহার প্রকাণ্ড উচ্চতর মন্দির একটী ক্ষুদ্র কবর স্তম্ভের ন্যায় বোধ

হইল আর ঐ স্তম্ভ ক্ষুদ্র হইলেও তাহার উপর কএকটী কথা খোদিত ছিল ঐ অক্ষত লিপি তিনি স্পষ্ট রূপে পাঠ করিলেন যথা "কীর্ত্তিকাম পূর্ব্বে যে পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন তাহা এই স্থানে আছে"।

তদন্তর বৃদ্ধ শ্লেষ পূর্ব্বক হাস্যবদনে কহিলেন "তুমি পরিহিত পরিচ্ছদের আধারার্থ এই উচ্চতর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছ, তোমার আপনার নিমিত্ত কর নাই, কীট পতঙ্গ দ্বারা ভক্ষিত হওন পর্য্যন্ত নগরের মধ্যে তোমার পরিচ্ছদ ঐ মন্দির তলে থাকিবে, কিন্তু তুমি আপনার নিমিত্ত আলয় নির্ম্মাণ কর নাই সুতরাং তোমাকে নিরাশ্রয় অবস্থাতে নিষ্কাসিত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতে হইবে"।

কীর্ত্তিকাম এই সমস্ত বাক্য শ্রবণানন্তর নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া দেখিলেন যে চতুষ্পার্শ্বে স্তাবক পারিষদের পরিবর্ত্তে ঐ বৃদ্ধপুরুষের বিকটাস্য ভীষণ অনুচর সকল দণ্ডায়মান আছে যাহারা পরে কাঞ্চনপ্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে মন্দির দ্বারা কোন ইষ্টলাভ হইবে না, রাজপুরীর দ্বার বদ্ধ হইলে আর নিস্তা-

রের আশা নাই। অতএব পূর্ব্বে যে ক্রিয়া করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণচিত্ত হইলেন ও প্রাসাদ নির্ম্মাণার্থে যে সকল লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কেহ অধীশ্বরের দূত ছিল কি না ইহা নিশ্চয় করণার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু সে চিন্তা নিষ্ফল হইল এবং আপনাকে রাজ সদনস্থ অর্থাধিকারী বলিয়া অভিমান করিলেও নিজ চিত্তেই সে অভিমান অলীক বোধ হইল। তিনি অভিমান পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন "হে অপরিচিত পুরুষ, আপনি যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন আমি তাহা নিতান্ত উপেক্ষা করি নাই, আমার ধন মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত হয় নাই, বরং আমি তাহা সম্যক্ প্রকারে বিতরণ করিয়াছি এবং আমার অর্থ কোন্ ২ স্থানে গিয়াছে তাহাও আমি জানি না, কিয়দংশ নগরীর মধ্যে থাকিতে পারে বটে কিন্তু অপরাংশ অবশ্যই প্রাচীরের বহিস্থ হইয়াছে। রাজদূতগণ যদি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে তবে অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় তাহারাও আমার অর্থের অংশ পাইয়াছে কেননা আমি জ্ঞাতসারে কাহাকেও

বঞ্চিত করি নাই। অতএব রাজসদনে আমার নিমিত্ত অর্থ সঞ্চিত হইয়া থাকিবে সুতরাং রমণীয় নগরীর পুরদ্বার আমার প্রতি চিরুদ্ধ হইবে না এই বিষয়ের শুভসংবাদ প্রচার করিয়া আমার চিত্ত রঞ্জন কর"।

বৃদ্ধ তৎশ্রবণানন্তর সেই মন্দিরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উত্তর করিলেন, "হে কীর্ত্তিকাম তোমার ধন রাশির ঐ মাত্র চিহ্ন আছে। যাহারা তোমার নিকট বেতন কিম্বা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারা তাহা ঐ অট্টালিকার তলে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তুমি ঐ স্থান তাহারদের গন্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলা। অপর রাজ দূতগণ অন্যান্য ব্যক্তির সমভিব্যাহারে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু তুমি তাহারদের পরিচয় লও নাই, বরঞ্চ তাহারা দুর্ব্বল এবং নিরাশ্রয় হইলেও তাহারদিগকে আপন২ সাধ্যাতীত মর্ম্মরাদি গুরুতর পাষাণ বাহক করিয়াছিলা তাহাতে অনেকে পাষাণের ভারে তনু ত্যাগ করিয়াছে এবং প্রাসাদের উপরি ভাগ হইতে প্রস্তর পতিত হওয়াতে কেহ২ অঙ্গ হীন অথবা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহারদের কাতরোক্তি ও বিলাপ

তোমার কর্ণ গত হয় নাই কেননা মন্দির নির্ম্মাণের কলরবে তাহারদের ক্রন্দন শব্দ বিলীন হইয়াছিল কিন্তু রাজদূতগণের আর্ত্তনাদ বায়ুযোগে রাজ ভবনে প্রচার হয় সেখানে সকলেই তাহা শ্রবণ করিয়া স্মরণে রাখে"।

কীর্ত্তিকাম উত্তর করিতে উদ্যত হইলেও বাক্য প্রয়োগ করিবার সময় পাইলেন না, অপরিচিত পুরুষের হিম-প্রধান হস্ত তাঁহার উপর পড়িবা মাত্র অসিতবর্ণ অনুচরগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার পরিচ্ছদাদি উদ্‌ঘাটন করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে২ নগর হইতে বহিষ্কৃত করিল। কীর্ত্তিকামের এই আকস্মিক প্রয়াণ দেখিয়াও অনেক্কে বিলাপ করে নাই কেননা কেহই তাঁহার অনুরাগ করিত না কেবল তাঁহার স্তাবক পারিষদেরা তাঁহার লোহিত পরিচ্ছদ একত্র করিয়া মন্দিরের তলে স্থাপন করিল তাহাতে কিয়ৎকালের মধ্যেই কীট পতঙ্গে সে পরিচ্ছদ উদরসাৎ করিয়া ফেলিল, সুতরাং কেবল ঐ মন্দির বহুকাল পর্য্যন্ত অসার স্মরণী রূপে রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুদর্শন অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয়কে উক্ত প্রকারে নির্ব্বাসন বিধির অনুগামী হইতে দেখিয়া তাহারদের দুর্গতির প্রসঙ্গে নানা প্রকার বাগাড়ম্বর করিতে লাগিলেন এবং আত্মশ্লাঘা পূর্ব্বক কহিলেন "আমি বহু কালাবধি যাত্রা করিতে প্রস্তুত আছি। আমার সকল ধন সম্পত্তি রাজভবনে প্রেরিত হইয়াছে, কখন তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইব এখন কেবল এই চিন্তা"। অপর তিনি কখন২ রাজাজ্ঞা বাহক অনেক বিলম্ব করিতেছে বলিয়া বন্ধুবর্গের নিকট আক্ষেপ করিতেন এবং কহি-তেন "আমি তাঁহার পাদার্পণের ধ্বনি শ্রবণার্থ কর্ণপাত করিয়া থাকি উপস্থিত হইলেই তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিব"।

অনন্তর ঐ অপরিচিত ব্যক্তি বহুকাল বিলম্ব করিয়া অবশেষে উপস্থিত হইলেন তাহাতে সুদর্শন যেরূপ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহার বিপরীত ঘটনা হইল। তিনি আপনি সাহস করিতে উদ্যম করিলেও তাঁহার মনোমধ্যে ভয়ের সঞ্চার হইল। কেননা প্রথমতঃ তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ

বিচিত্র দ্রব্যাদি তমোময় হইয়া গেল ও তাহা দেখিয়া নানা প্রকার সংশয় উৎপত্তি হওয়াতে হৃদয়াকাশ আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। অপর ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয়ে যে মনোহর ভাবোদয় হইয়াছিল তাহারও অনেক রূপান্তর হইল। কুজ্‌ঝটিকায় আবৃত হইলে যদ্রূপ পাদ বিক্ষেপের বৈলক্ষণ্য হয় সেই রূপ অস্থির গতিতে তিনি বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন এবং সাহস করিয়া তাঁহার প্রতি স্বাগত বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন কিন্তু বৃদ্ধ কি প্রত্যুত্তর করেন তদ্বিষয়ক চিন্তাতে তাঁহার স্বরের বৈলক্ষণ্য হইল।

তিনি কহিলেন "আপনি এখন, উপস্থিত হইলেন, এত বিলম্ব হওনের হেতু কি? পুনঃ২ প্রেরিত দূত শ্রেণী দ্বারা কি আপনকার পথ রুদ্ধ হইয়াছিল? তাহারা আমার রজতকাঞ্চন রত্ন ও অন্যান্য পণ্য দ্রব্য লইয়া আপনকার সেব্য অধীশ্বরের নিকট গমন করিয়াছে। তাহাতে রাজসদনে আমার নিমিত্ত বিপুল অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে অতএব আইস সেস্থানে অচিরে গমন করি"।

পরন্তু বৃদ্ধ কোন উত্তর না করিয়া এক দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া থাকিলেন। পরে

তাঁহারদের উভয়ের মধ্যস্থলে যেন কোন ভয়ানক পদার্থের উদয় হইল ও তাহার ছায়া যেন সুদর্শনের মনকে তিমিরাবৃত করিল। সুদর্শন তদ্বিষয়ক আশঙ্কা ও দুর্ভাবনা দূর করিতে যত্ন করিলেন কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল বরং বীচি তরঙ্গের ন্যায় ঐ দুর্ভাবনার আন্দোলন হইতে লাগিল। অতএব তিনি অবশেষে অভিভূত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা নিরুৎসাহ হওত বৃদ্ধের নিকট এই বাক্য কহিলেন "হে অপরিচিত পুরুষ, আমার মনোমধ্যে কি নিমিত্ত ভয়োদ্রেক হইতেছে। আপনকার আগমন কাল আমি শুভক্ষণ বলিয়া প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম, আপনি আমার নিমিত্ত যে২ উত্তম দ্রব্য সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা কোথায়? আপনি এমত মনে করিবেন না যে কীর্ত্তিকাম ও কাঞ্চনপ্রিয়ের ন্যায় আমি আপনার উপদেশ অবজ্ঞা করিয়াছি। আমি রাজদূতগণের মধ্যে রাশীকৃত অর্থ বিতরণ করিয়াছি, তাহারা প্রতি সপ্তাহে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আমার দ্বার হইতে গমন করিয়াছে অতএব রাজভবনে সুদর্শনের নামে চিহ্নিত রাশি২ কাঞ্চন এবং বাণিজ্য দ্রব্য আপনি অবশ্য দর্শন করিয়া থাকিবেন"।

বৃদ্ধ ইহাতে যে উত্তর করিলেন বোধ হয় তাহা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই সুদর্শন স্বয়ং অনুভব করিয়াছিলেন এবং আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি মনে২ অনুমান করিয়াছিলেন যথা।

"হে বণিক্ তুমি যে নগরীতে বাস কর সে স্থান হইতে অধীশ্বরের আলয় অতি দূর, সেখানে গমন করাও দুষ্কর, ভূরি২ দূত বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া নিরাপদে তথায় উপনীত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহারদের কাঞ্চনাদি দ্রব্যের আধারোপরি কেবল এক ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত আছে অতএব তোমার অর্থাধারের উপর যদি "সুদর্শন" নাম লিখিত থাকে তবে তাহা অধীশ্বরের গৃহে পঁহুছে নাই, পথিমধ্যে হৃত হইয়া থাকিবে"।

ঐ হতভাগ্য ব্যক্তি তখন অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া কহিল "কি হৃত হইয়াছে! একথা অসম্ভব! আমি ভূরি২ লোককে সতত প্রেরণ করিয়াছি অবশ্য তাহারদের কিয়দংশও রাজগৃহে পঁহুছিয়া থাকিবে, যদিস্যাৎ না পঁহুছিয়া থাকে তথাপি নগরের সকল লোক সাক্ষ্য দিবেক যে আমার দোষ নাই আমি তাহারদিগকে বস্তুতঃ

প্রেরণ করিয়াছি। তাহারদের সাধুবাদে নভো-মণ্ডল বিদীর্ণ হইয়াছে এবং দূরে অদূরে সর্ব্বত্র এইরূপ ধ্বনি হইয়াছে যে সুদর্শন অধীশ্বর ভবনে অর্থ প্রেরণ করিতেছেন"।

বৃদ্ধ প্রত্যুত্তর করিলেন " এ প্রকার ধ্বনি রাজ-ভবন পর্য্যন্ত কখন গমন করে না, নগরীয় কোলা-হলে তাহা বিলীন হইয়া যায় অথবা কেবল রাজ শত্রুগণের কর্ণগত হয়। হে সুদর্শন, তুমি বাণিজ্য ব্যবসায়ী হইয়া ইহাও কি জান না যে সংগোপনে অর্থ প্রেরণ করিলেই কুশলে পঁহুছে? তোমার গৃহের নিকটস্থ কোন অট্টালিকাতে অর্থ প্রেরণ করিতে হইলে প্রথমতঃ কি তাহা দ্বারের সম্মুখে বিস্তার করিয়া থাক অথবা বাহকগণকে কি পথিমধ্যে সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিতে আদেশ কর? যদি এইরূপ আদেশ কর তবে তস্কর ও দস্যুগণ তাহা অপহরণ করিলে সে দোষ তোমা-তেই বর্ত্তে"।

অনন্তর সুদর্শন নিরুত্তর হইয়া মৃদুস্বরে এই মাত্র কহিলেন যে রাজ সৈন্য পথিমধ্যে অবশ্য দূতগণকে তস্করের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া থাকিবে।

ইহাতে বৃদ্ধ উগ্রস্বরে উত্তর করিলেন "হে সুদর্শন, তোমার অর্থের কি গতি হইয়াছে তাহা শ্রবণ কর, এই নগরীতে দম্ভ নামে এক মায়াবী বাস করে, সে অধীশ্বরের শত্রু; যে বন্দী দূত সমূহকে তোমার দ্বারে আহ্বান করিয়াছিল সে তাহারি প্রেরিত, তাহার তূরীধ্বনিতে নির্মল রজত কাঞ্চনও বিরূপ হইয়া পিত্তলের ন্যায় কৃত্রিমোজ্জ্বল অসার দ্রব্যত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি একেতো অতি সামান্য দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলা, তাহাও আবার অভিপ্রেত স্থানে পঁহুছে নাই, উক্ত মায়াবী মায়া চক্র দ্বারা দূত সমূহের পদবন্ধন করাতে তাহারা ক্রমশঃ এক আবর্ত্ত মণ্ডলেই ভ্রমণ করিয়াছিল অভিপ্রেত স্থানাভিমুখে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে নাই।

এই কথা শ্রবণানন্তর সুদর্শনের মনে ভয়ানক ভাবান্তর হইল। রজনীযোগে স্বপ্নাবস্থায় তিনি যে লোক শ্রেণীকে নগরের মধ্যে ভ্রমণ করিতে দর্শন করিয়াছিলেন এইক্ষণে তদ্বিষয়ের স্মরণ হইল, তাহারা কখন দূরতা প্রযুক্ত তাঁহার দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হয় নাই এবং তিনিও কখন নগরের বাহিরে তাহারদের গমন দর্শন করিতে বাসনা

করেন নাই। হায়! সুদর্শন স্বপ্নাবস্থায় মায়াবী কর্তৃক বিস্তারিত দর্পণে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাই কি তাঁহার দূতগণের যথার্থ অবস্থা হইল! এই সকল ভাবনায় তাঁহার মস্তক ঘূর্ণায়মান এবং হৃদয় ব্যথিত হইতে লাগিল তথাপি অধীশ্বরের নিকট পুরস্কারের পাত্র হওনার্থ পুনর্ব্বার বাক্য প্রয়োগ করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি কহিলেন আমি নির্ম্মল কাঞ্চন সমর্পণ করিয়াছিলাম যদিও তাহা পরে বিকৃত হওত মূল্যহীন হইয়া থাকে তথাচ সম্প্রদান কালে তাহার যথার্থ মূল্য ছিল। সেই অর্থের বিনিময়ে যদি রাজভবনে অংশ লাভ না হইল তবে ন্যায় মতে তাহা আমাকে পুনঃ প্রদান করা কর্ত্তব্য হয়। কাঞ্চনপ্রিয় আপন ধন সম্পত্তি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কীর্ত্তি-কাম তদ্দ্বারা যশোমন্দির নির্ম্মাণ করেন, কেবল আমার অর্থ নিরর্থক ব্যয় হইল তদ্দ্বারা নগরীর বাহিরে বা অন্তরে আমার কোন উপকার দর্শিল না।"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "হে বণিক্ তুমি বিলক্ষণ রূপে জান পূর্ব্বেই তোমার যথার্থ পুরস্কার লাভ হইয়াছে, কেননা পুরবাসিগণের সাধুবাদ তোমার

পদবীতে স্বর্ণ বৃষ্টির ন্যায় পতিত হইয়াছিল ও তাহারদের কৃতজ্ঞতা এবং অনুরাগ তোমার মনে বহু মূল্য দ্রব্যের ন্যায় গণ্য হইয়াছিল সুতরাং তুমি যত অর্থ দান করিয়াছিলা তাহা এইরূপে পুনঃ- প্রাপ্ত হইয়াছ অতএব তুমিও কাঞ্চনপ্রিয়ের ন্যায় বাণিজ্য ব্যবসায়ে ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছ ও কীর্ত্তিকামের ন্যায় তোমারও যশোমন্দির নগরীর মধ্যেই নির্ম্মিত হইয়াছে। যদিও তোমার মন্দির স্বহস্তে নির্ম্মিত না হইয়া থাকে তথাচ প্রত্যহ বিরলে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিরীক্ষণ করত তদ্বৃদ্ধি সূচক ধন্যবাদ ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলা। তোমার মনোমধ্যে এরূপ ভ্রম হইয়াছিল যে রাজভবনের নিকটস্থ স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ হইতেছে কিন্তু যে মায়াবী তোমার নিকট বন্দী প্রেরণ করিয়াছিল সেই ঐ রূপ মিথ্যা জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দেয় সে ব্যক্তি তোমার চক্ষুর্দ্বয় কুজ্ঝটিকাবৃত প্রায় করিয়াছিল তাহাতে নিকটস্থ পদার্থে তোমার দূরতা জ্ঞান হইয়াছে বস্তুতঃ নগরীর সীমান্তে কখন তোমার দৃষ্টিপাত হয় নাই তুমি কেবল নগর মধ্যস্থিত দ্রব্যা- দির নিমিত্ত সতত ব্যগ্র ছিলা সুতরাং নগর মধ্যেই তোমার অর্থ রাশি ও গৃহাদি পড়িয়া রহিল”।

পরে বৃদ্ধের লৌহ দণ্ডধারি অনুচরগণ সুদর্শনকে ধৃত করিয়া তাঁহার পরিচ্ছদাদি হরণ করিল এবং তিনিও গহন কাননে তাড়িত হইলেন কিন্তু যাহারা তাঁহার প্রয়াণ দর্শন করিয়াছিল তাহারা উক্ত লৌহ দণ্ড দেখিতে পায় নাই এবং যে ভয়ানক শব্দে তাঁহার প্রতি নির্ব্বাসন বিধি প্রচার হইয়াছিল তাহাও শ্রবণ করে নাই সুতরাং তাঁহার প্রয়াণের পরেও দুত শ্রেণী নগরীয় রাজমার্গে গমনাগমন করিতে লাগিল এবং পূর্ব্বোক্ত প্রবঞ্চক বন্দী চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিল,—অহো সুদর্শন কেমন শুভংযু, প্রয়াণানন্তর রমণীয় নগরীর মধ্যে অক্ষয় সুখ পাইয়াছেন এবং আপনার সমুদয় অর্থ সেখানে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

অগ্রজ বণিক্ ত্রয়ের এইরূপ দুর্গতি হইয়াছিল এতদ্বর্ণনানন্তর সুচেতার ক্ষুদ্র কুটীর বর্ণন করিলে চিত্তের সন্তোষ হইবে। ভ্রাতৃবর্গের প্রয়াণে সুচেতা বিষণ্ন চিত্তে রোদন করিয়াছিলেন কিন্তু সুদর্শনের ন্যায় বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক স্নেহ প্রকাশ করেন নাই এবং আপনি যাত্রা করিতে প্রস্তুত বলিয়াও দর্প করেন নাই কেবল বিরলে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেন এবং মনে ২ রাজভবনে গমন

করিবার প্রত্যাশায় থাকিতেন। তিনি অনুক্ষণ রাজাজ্ঞাবাহক অপরিচিত ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষা করত নিজ কুটীর সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেন। ফলে প্রয়াণ কালের নিমিত্তে সর্ব্বদা এমত প্রস্তুত থাকিতেন যে অপরিচিত পুরুষের সমক্ষেই যেন কাল হরণ করিতেছেন। তথাপি রাজাজ্ঞাবাহক উপস্থিত হইলে মনে এমত জ্ঞান জন্মিল যে হৃদয়ের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ ভাবান্তর ও ভয়োদয় হইয়াছে।

ঐ সময়ে তিনি প্রদোষ কালের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে স্বীয় চিত্তরঞ্জন করিতেছিলেন। তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহ কেবল শরৎ কালীন কুসুম বিশিষ্ট এক পুষ্পাধারে শোভিত ছিল তাহার এক পার্শ্বে একটি সামান্য দীপ জ্বলিত তাহা হইতে অত্যল্প জ্যোতিঃ নির্গত হইত তথাপি তিনি নির্জ্জন বাসির ন্যায় একাকী কিম্বা অন্ধকারাবৃত অথবা দরিদ্রভাবে থাকিতেন না কেননা সায়ংকাল উপস্থিত হইবা মাত্র গৃহ দ্বার মুক্তাফলে বিরাজমান হইত এবং পারিষদের রব তুল্য সুমধুর বাদ্য তাঁহার কর্ণগোচর হইত, অপর বিচিত্র শুভ্র আলোকে গৃহ উজ্জ্বল করিত। এই সকল শুভদ্রব্য অবলোকন করাতে তাঁহার

পিতার যে বিপুল অর্থ ছিল তৎসমুদয় একত্রে করিলেও উহার একটীর মূল্য হয় না, এসকল পূর্ব্বাঞ্চলস্থ মুক্তার সদৃশ। আমিও এসমস্তকে অধীশ্বরের দত্ত দ্রব্য জ্ঞান করিয়া থাকি কিন্তু কোন্ ব্যক্তি আমার গৃহ দ্বারে এই মুক্তা বৃষ্টি করিয়াছে আমি তাহা অবগত নহি”।

তাঁহার বচন সমাপ্ত না হইতে২ দর্পণ মধ্যে এক ছায়াময়ী মূর্ত্তির সঞ্চালন হইতে লাগিল ও তাহা হইতে অশরীরিণী এই বাণী নির্গত হইল “আমি পতিহীনা অনাথা দরিদ্র অবলা এপ্রযুক্ত রাজদূত শ্রেণীমধ্যে গণিত ছিলাম, একদা কাঞ্চন-প্রিয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে গমন করিয়াছিলাম তাহাতে তিনি কহিয়াছিলেন তাঁহার ধনে তাঁহারই স্বত্ব আছে, পরে সুচেতার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম তাহাতে তিনি নানাপ্রকার সান্ত্বনাবাক্য প্রয়োগ করত আমার দুঃখ মোচন করিয়া কহিয়াছিলেন “তুমি অবাধে আমার অর্থ গ্রহণ কর কেননা অধীশ্বর তোমার উপকারার্থ আমার হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়াছেন”। অপর সুচেতার নিকট বিদায় লইবার কালে আমি কৃত-জ্ঞতা ও আনন্দ ভাবে পূর্ণ হওয়াতে আমার চক্ষু-

র্দয় হইতে অশ্রু নিঃসরণ হইয়াছিল অধীশ্বর সেই অশ্রুর প্রত্যেক বিন্দুকে মুক্তাফল করিয়াছেন তাহা অদ্যাবধি সুচেতার গৃহ দ্বারে দীপ্ত রহিয়াছে”।

অনন্তর বৃদ্ধ কহিলেন “এ বিচিত্র সুমধুর ধ্বনি কোথা হইতে নির্গত হইতেছে? আমি নিশ্চয় জানি এ নগরীস্থ কোন বাদকের এরূপ বাদ্য শক্তি নাই, আমার সন্নিকর্ষে অত্রত্য বীণা সকল বিকৃত হইয়া যায় এবং তদুত্থ সুমধুর রবও একেকালে কর্কশ ও তালহীন হয়। কিন্তু অধুনা যে বাদ্য আমার কর্ণগত হইতেছে ইহার মোহন শক্তি আছে। আমার আগমনে ইহার ধ্বনিতে কোন ব্যত্যয় না হইয়া অধিক ঔৎকর্ষ্য হইতেছে এবং আমার আপনার বাক্যও তৎসহকারে মধুর হইতেছে”।

সুচেতাঃ উত্তর করিলেন “আমি এবিষয়েও অনভিজ্ঞ, পরন্তু ইহা সত্য বটে যে এ সঙ্গীতের মোহন শক্তি আছে কারণ ইহার মাধুর্য্য চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং ইহা জনতাকুল নগরীর কোলাহল অতিক্রমণ করিয়া সতত আমার চিত্ত রঞ্জন করে, ইহার স্নিগ্ধতা শক্তিতে সর্ব্বপ্রকার মানসিক উদ্বেগ দূর হইয়া চিত্তশান্তি হয় এবং এস্থলে দিন২ যে

সকল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে আমার ভাবের বৈলক্ষণ্য হয় নাই কিন্তু এই মধুর ধ্বনি আমার আপন গৃহ মধ্যে থাকাতে তৎশ্রবণে আমি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছি তথাচ আমার এমত বোধ হইতেছে ইহা কোন দূরদেশীয় মধুরতর সঙ্গীতের প্রতি ধ্বনি মাত্র"।

অনন্তর দর্পণ হইতে পুনর্ব্বার এক শব্দ নির্গত হইল তাহাতে বোধ হইল যেন অর্দ্ধস্ফুট মৃদু ভাষাতে এইরূপ বাক্য উক্ত হইতেছে যথা "আমি বাল্য কালে পিতৃমাতৃ হীন হওয়াতে নিঃসহায় ছিলাম সুতরাং শারীরিক ক্ষীণতা প্রযুক্ত রাজদূত শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হইয়া ছিলাম। একদা কীর্ত্তি-কামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলাম, তিনি আমাকে এক বৃহৎ শিলা খণ্ড তুলিতে আদেশ করিলেন কিন্তু আমার দুর্ব্বল হস্তে সে কর্ম্ম সমাধা না হওয়াতে তাঁহার ভৃত্যবর্গ আমাকে দূরীকৃত করতঃ কহিলেন যশোমন্দিরে অবগণ্ড শিশুদের কাজ নাই। তৎপরে আমি সুচেতার নিকট উপস্থিত হইলাম তিনি আমা-কে অশন বসন প্রদান করিয়া কহিলেন ' যে বাটীতে আমি বাস করি তাহা পিতৃ মাতৃ হীন

শিশুর আশ্রয়ের নিমিত্তই আমার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে'। অনন্তর সুচেতা আমাকে যে অমূল্য দ্রব্যাদি প্রদান করিলেন আমি তাহা লইয়া প্রত্যহ প্রাতঃ কালে ও সায়ং কালে অধীশ্বরের নিকট গোপনে গমন করিতাম। অধীশ্বর আমার প্রতি এই আদেশ করিতেন এই সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কৃতজ্ঞতা ও প্রণয় রসে উৎফুল্ল সরল হৃদয় তাহাকে সমর্পণ কর। অতএব আমার বিনয় দৃষ্টি ও উক্তি তাঁহার বাটীতে নিত্য গীতরূপে প্রকাশ হয় এবং এইক্ষণেও গৃহ মধ্যে সেই মৃদুস্বর আপনারদের কর্ণগোচর হইতেছে"।

পরে বৃদ্ধ কহিলেন "হে সুচেতাঃ, জ্যোতিঃ প্রবাহ কোথা হইতে নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক জ্যোতি-র্ম্ময় করিতেছে এ আলোক জগৎপুরস্থ নহে, যেহেতু যামিনীর অসিত পরিচ্ছদে এক্ষণে নরগস্থ সকল বর্ত্মই আবৃত হইয়াছে যদিও এখানে তাহা না হইয়া থাকে তথাপি আমার আগমনের প্রাক্কালে সর্ব্বস্থান কুজ্ঝটিকা ও তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া যায়। দেখ আমার ছায়ার সংস্পর্শে তোমার গৃহস্থ প্রদীপ মলিন হইয়া নির্ব্বাণ হইতেছে। অতএব তোমার গৃহে কিকারণ চিরবিরাজিত দিন রহিয়াছে"?

এই সময়ে সুচেতাঃ ক্রমশঃ তন্দ্রাভিভূত হওয়াতে নয়ন যুগল নিমীলিত এবং স্বর অস্পষ্ট হইয়াছিল তথাপি মধুর স্বরে শেষে এই উত্তর করিলেন যথা "হে অপরিচিত পুরুষ, আমি এ বিষয়েও অনভিজ্ঞ, এই আলোকের রশ্মি পূর্ব্বাবধি আমার উপর পতিত হইয়াছে এক্ষণে আমি মুদ্রিত নয়নে আর দর্শন পাই না কিন্তু আমার মনোমধ্যে হৃদয়স্থিত জ্যোতিঃ প্রবাহের ন্যায় অনুভূত হইতেছে, ইহা বস্তুতঃ সত্য হউক অথবা স্বপ্ন কল্পিত হউক, কিন্তু আমার বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে, তথাপি কোন্ স্থান হইতে নির্গত হয় তাহা জানি না"।

অনন্তর দর্পণ মধ্যে আর এক ছায়াময়ী মূর্ত্তি সঞ্চালিত হওয়াতে তৃতীয় বার এক শব্দ হইল যথা "আমি পূর্ব্বে বহু ধনাধিকারী থাকিয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতাম কিন্তু অনেক দিবস পর্য্যন্ত পীড়াগ্রস্ত থাকাতে দরিদ্র ও দুঃখী হইয়া ছিলাম তাহাতে সুদর্শনের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দ্বারে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম কিন্তু জনতার সমারোহ ও তূরীর ধ্বনি প্রযুক্ত ভয় ও লজ্জাতে সঙ্কুচিত হইলাম এবং নীরব হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে আপনার নিভৃতালয়ে প্রত্যাগমন

করিলাম পরে সুচেতাঃ অন্বেষণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হওত আমার শুশ্রূষা করিলেন এবং আমার দারিদ্র্য দূর করিয়া কহিলেন "তোমার ভয় নাই, অধন জনের প্রার্থনা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই প্রকৃত ধন"। অনন্তর আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাতে তিনি কহিলেন ঐ অর্থের কিয়দংশ আমাকে দান কর। আমার তখন স্মরণ হইল যে অত্যন্ত দৈন্য ও দুঃখ গ্রস্ত হওয়াতে আমিও অধীশ্বরের দূত হইয়াছি অতএব আমি প্রার্থনা এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা সঙ্গে লইয়া ত্বরায় রাজ ভবনে গমন করিলাম। অধীশ্বর আমার নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া চির বিরাজমান দিবাকর রশ্মিরূপে সুচেতার গৃহোপরি তাহা বর্ষণ করিলেন তাহাতেই গৃহমধ্যে এই শুভ্র তেজঃপুঞ্জ হইয়াছে"।

তদনন্তর কিয়ৎক্ষণ সকলে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ইতোমধ্যে সুচেতাঃ ক্রমশঃ সুষুপ্তি প্রাপ্ত হওয়াতে বৃদ্ধ শনৈঃ২ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি এই বাক্য প্রয়োগ করিলেন "হে শুভংযু বণিক, তুমি অর্থ, সহকারে উত্তম ব্যবসায় করিয়াছ, তুমি অনিত্য স্বর্ণ রূপ্যাদির

বিনিময়ে বিধবার কৃতজ্ঞতা ও অনাথ শিশুর অনুরাগ এবং দরিদ্রের প্রার্থনা রূপ পরম পদার্থ লাভ করিয়াছ। এক্ষণে তোমার প্রয়াণ হইতেছে এই সকল পরম পদার্থ তোমার সঙ্গে যাইবে। এই অমূল্য মুক্তাফল এবং সুমধুর বাদ্য ও শুভ্র আলোক রমণীয় নগরীর গোপুর পর্য্যন্ত তোমার সমভিব্যাহারে যাইবে সে স্থানে ইহা অপেক্ষা প্রচুরতর ঐশ্বর্য্য ও মধুরতর বাদ্য এবং অনির্ব্বচনীয় শুভ্র আলোক মণ্ডল তোমার নিমিত্ত প্রস্তুত আছে"।

বৃদ্ধ এই কথা কহিতে২ সুচেতার সম্মুখে অপর এক দর্পণ ধারণ করিলেন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নিদ্রা বশতঃ নিমীলিত হইলেও মুখ ঈষদ্ধাস্যে ও আনন্দে প্রফুল্ল হইল। ঐ দর্পণ মধ্যে তিনি কি অপূর্ব্ব ব্যাপার সন্দর্শন করিলেন তাহার বর্ণনা সাধ্যাতীত, কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে সেই দর্পণে পারত্রিকের আভাস ছিল এবং বৃদ্ধ তাহা ধারণ করিতে২ অন্তর্হিত হইলেন। পরে কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত নভোমণ্ডলে বিহঙ্গমের পক্ষ সঞ্চালন ধ্বনির ন্যায় এক শব্দ হইল, এবং তদনন্তর সুচেতার গৃহ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

পর দিবস প্রাতঃকালে নগরে সূর্য্যোদয় হইলে রাজবর্ত্ম ব্যবসায়ি লোকে ব্যাপ্ত হওয়াতে পূর্ব্ব রীতিক্রমে কলরবে পূর্ণ হইল কিন্তু সুচেতার গৃহস্থ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছিল এবং সেই বৃদ্ধ বণিক্ও প্রয়াণ করিয়াছিলেন। পথিকদের মধ্যে অত্যল্প লোক ঐ শূন্য গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল কিন্তু রাজদূতগণ দূর হইতে তাহা দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং পিতৃ মাতৃ হীন শিশুগণের সুমধুর গীতে কারুণ্য রস প্রকাশিত হইল। তাহারা আপনারদের দৌত্য ক্রিয়ার অবসান হওয়াতে বিলাপ করিল কিন্তু সুচেতার অবস্থা স্মরণ করাতে তাহারদের দুঃখের পরিবর্ত্তে আনন্দের উদয় হইল কারণ তাহারা বিলক্ষণ জানিত যে তাঁহার সকল অর্থ রাজ ভবনে সঞ্চিত হইয়াছে এবং তিনি সেই আনন্দ নগরে স্থান পাইয়াছেন যেখানে নির্ব্বাসন বিধির প্রসঙ্গ মাত্র নাই।

THIRD EDITION—REVISED

BISHOP'S COLLEGE PRESS.

1862.